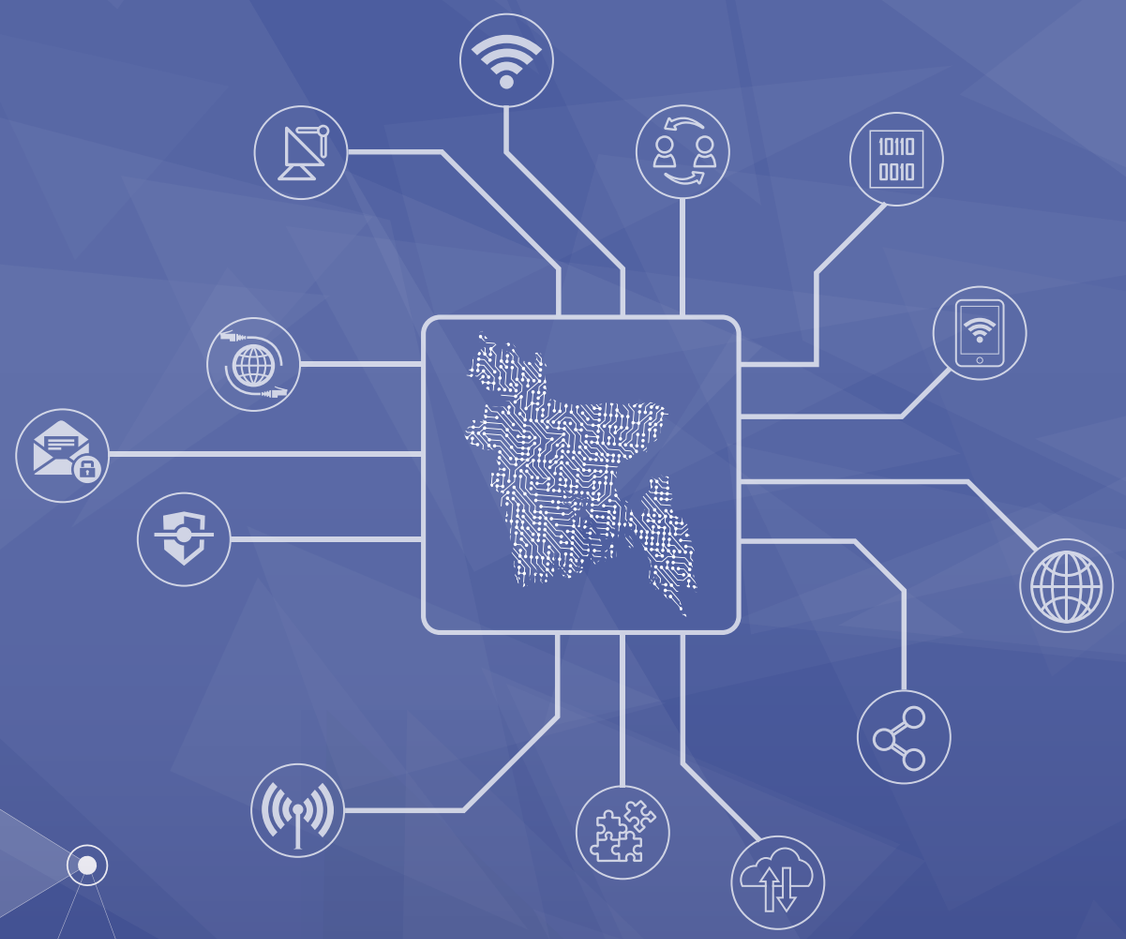

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮
ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কৌশলপত্র

NATIONAL EMERGENCY SERVICE 999

তথ্য ও সেবা 333 সবসময়

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮
ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কৌশলপত্র

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮
ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কৌশলপত্র

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

সেপ্টেম্বর ২০১৯

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

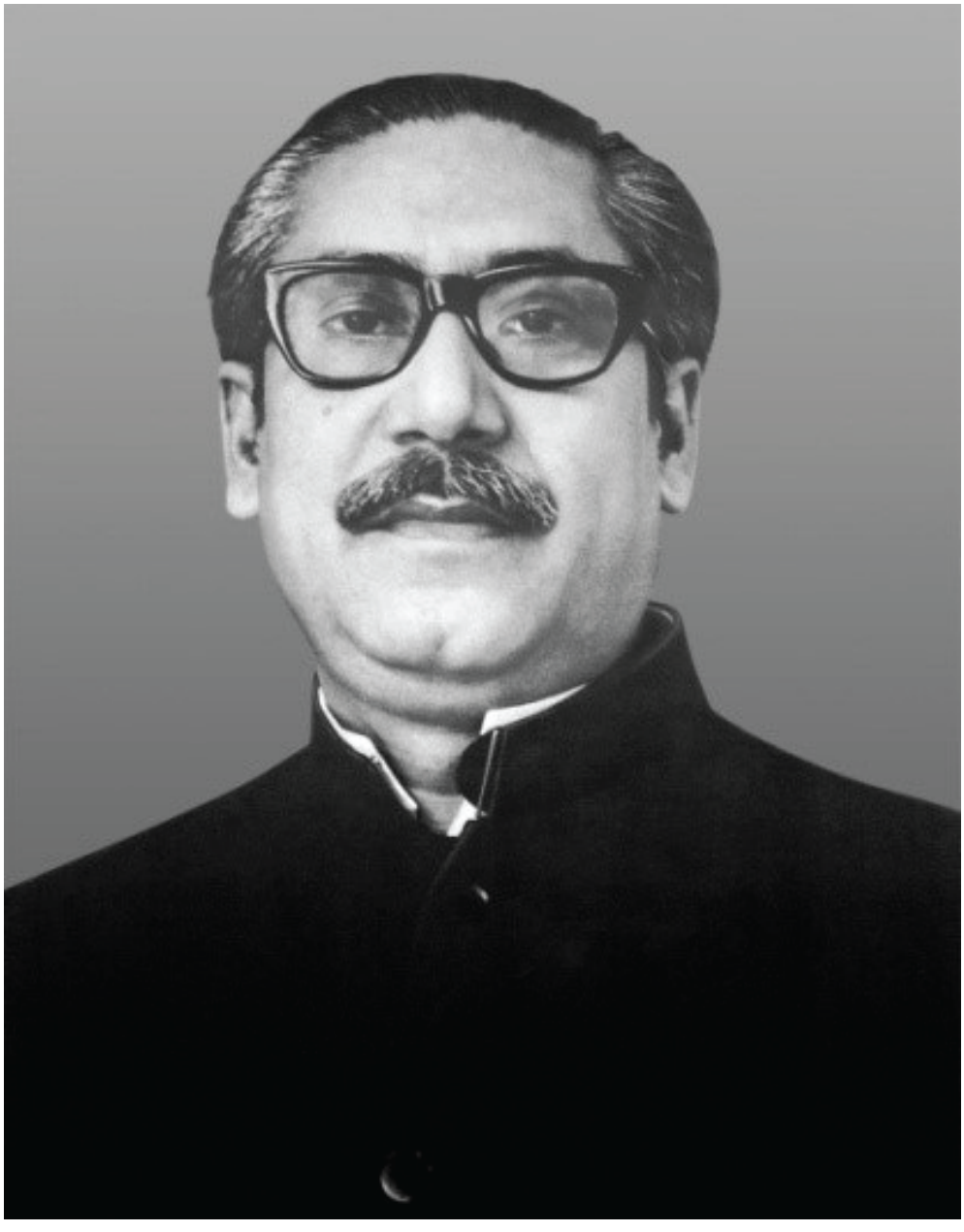

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ ভাদ্র ১৪২৬
২৯ আগস্ট ২০১৯

বাণী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-এর আলোকে বিভাগের কর্মকৌশল প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের হাতিয়ার হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার (ITU) সদস্যপদ লাভ করে। জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত প্রযুক্তির বিকাশে বেতবুনিয়ায় দেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে আমরা কানেক্টিভিটি ও আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স এবং আইসিটি শিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রসমূহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছি। ফলে ই-গভর্ন্যান্স, ই-হেলথ, ই-কমার্স, ই-লার্নিং, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনসহ ইন্টারনেটের বহুবিধ ব্যবহার সহজলভ্য হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অর্জন ও সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আমাদের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে।

২০০৮ সালের ন্যায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর ২১টি বিশেষ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বাংলাদেশকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং তথ্য-প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্নমধ্যম আয়ের সোপান থেকে উন্নয়নশীল দেশের যোগ্যতা অর্জন করেছে। আগামীতে দেশের সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার যে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, উক্ত কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণের জন্য এ ধরনের কৌশলপত্র প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এ কৌশলপত্র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি আশা করি, দেশের সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হব।

আমি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সকল কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

সজীব ওয়াজেদ
প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কর্মকৌশল প্রণয়ন করে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে, এ জন্য আমি সংশিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বর্তমান সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এর আলোকে সরকার রূপকল্প ২০২১-এ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার ঘোষণা করে। তৎপ্রেক্ষিতে সরকার বিগত দশ বছরেরও বেশি সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বেশকিছু যুগান্তকারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। ই-ফাইলিং, সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ, ইনোভেশন এবং ডিজিটাল সার্ভিস এক্সিলারেটরের মাধ্যমে প্রচলিত ধারার সেবা পদ্ধতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা হয়েছে। সরকারি ক্রয় খাতে স্বচ্ছতা বিধানের লক্ষে ই-জিপি চালু করা হয়েছে। ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া দেশের সকল ইউনিয়নসহ দ্বীপাঞ্চল, হাওর ও দুর্গম এলাকায় ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করার কাজ অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। তথ্যপ্রযুক্তি-খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। হাইটেক পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে আইসিটি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নসহ দেশীয় আইটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিদেশি আইটি প্রতিষ্ঠানের সেতুবন্ধন তৈরি করা হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও উদ্ভাবনীমূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন বাংলাদেশের জন্য বয়ে এনেছে অনন্য সম্মান। এসব উন্নয়ন ও অগ্রগতি বিশ্বের অনেক দেশের কাছে অনুকরণীয় হয়েছে। সরকারের নানা পদক্ষেপ ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশের অর্জন বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ইশতেহারে উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর মাধ্যমেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বাস্তব রূপ লাভ করছে।

আমি আশা করি, এ প্রকাশনার মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নানাবিধ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবে এবং আগামীর পথচলা সম্পর্কেও একটি স্বচ্ছ ধারণা পাবে।

আমি এ কর্মকৌশলের সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সজীব ওয়াজেদ)

জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মকৌশল প্রকাশের উদ্যোগ সময়োপযোগী একটি পদক্ষেপ।

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' স্লোগানকে ধারণ করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক ঘোষিত ইশতেহারে যে সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত উন্নয়ন অঙ্গীকার বিধৃত করা হয়েছে তার অধিকাংশই কোনো না কোনো ভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত। মূলত বিগত ১০ বছরে 'দিন বদলের সনদ' বাস্তবায়ন এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি এবং সাফল্য অর্জিত হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তার অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। আর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণে নীতি নির্ধারণ, কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মূল ভূমিকা পালন করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। বিগত এক দশকের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২০২১ সালের মধ্যে প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে শামিল হওয়াসহ 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা' তথা 'ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' বাস্তবায়নের সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

সারা বিশ্বে উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য। তথ্যপ্রযুক্তির বহুল প্রসার ও ব্যবহার বর্তমান বিশ্বকে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করছে এবং ক্রমান্বয়ে সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাকে ডিজিটালি রূপান্তরিত করছে। এ ডিজিটাল রূপান্তরের অনিবার্যতা উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প -২০২১' ঘোষণা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ও প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ-এর দিকনির্দেশনায় গত এক দশকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সেবা ও প্রশাসনব্যবস্থাসহ সর্বক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়া লক্ষণীয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইসিটি বিভাগ নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। নির্বাচনী ইশতেহারের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষে প্রণীত এ কৌশলপত্রটি আইসিটি বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে মর্মে আমি মনে করি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে একটি জ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ তথা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একটি অন্যতম অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নেও এ কৌশলপত্রটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। কৌশলপত্রটি প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

"আমরা হব জয়ী, আমরা দুর্বার,
ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আইসিটি হবে হাতিয়ার।"
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক)

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: cab_secy@cabinet.gov.bd

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে প্রণীত নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তাদের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি তাদের এ উদ্যোগকে সর্বান্তকরণে স্বাগত জানাই।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলস প্রয়াস গ্রহণ করে যাচ্ছে। প্রশাসন ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সময়োপযোগী ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার দর্শনকে বাস্তবে রূপায়িত করে আক্ষরিক অর্থে সেবাকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। সরকারি বিভিন্ন সেবা এখন মোবাইলে বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে ঘরে বসেই লাভ করা যায়। একথা অনস্বীকার্য যে, বিগত এক দশক যাবৎ উন্নয়নের যে অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ যুক্ত হয়েছে তার অন্যতম হাতিয়ার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। এর বহুল প্রসারের ফলে জীবনযাপন যেমন সহজ হয়েছে তেমনি এর যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ প্রান্তিক জনগণকেও সুফলভোগীর কাতারে নিয়ে এসেছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর উল্লেখযোগ্য দিক হলো ২১০০ সাল পর্যন্ত শতবর্ষ মেয়াদি ব-দ্বীপ পরিকল্পনার অধীনে সমন্বিতভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতির লেখচিত্র এখন ঊর্ধ্বমুখী। ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮.১৩% যা গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৭.৮৬% এবং মাথাপিছু আয় ১৭৫১ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯০৯ মার্কিন ডলার। একইসাথে দেশের নাগরিকদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৬১.৭৭২ মিলিয়ন এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯৮.১৯৯ মিলিয়ন যা জুন ২০১৮-এ ছিল যথাক্রমে ১৫০.৯৪৫ মিলিয়ন এবং ৮৭.৭৯০ মিলিয়ন। এ পরিসংখ্যান আমাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ইতিবাচক যোগসূত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ অন্যতম কুশীলব হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। নির্বাচনী ইশতেহারকে কেন্দ্র করে এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত এ কর্মপরিকল্পনা সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করবে এবং সাফল্যের সাথে প্রতিটি মাইলফলক অতিক্রমে সহায়তা করবে মর্মে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

১১.০২.১৯

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)

মোঃ নজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বাংলাদেশের জনগণের জন্য অপার সম্ভাবনা বয়ে এনেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার ও বিকাশের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ: রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় এর পরামর্শ ও নির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপায়ণে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে।

স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত এবং জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের মাধ্যমে কম খরচে স্বল্প সময়ে সেবা প্রদান এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য। জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে 4G মোবাইল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে এ্যাডভান্স ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে। সরকারের এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করছে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। এ কর্মপরিকল্পনা উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে বলে আমি আশা করি।

আমি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

(মোঃ নজিবুর রহমান)

এন এম জিয়াউল আলম
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ফোন: +৮৮ ০২ ৮১৮১৫৪৭
ই-মেইল: secretary@ictd.gov.bd

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন যার আধুনিক রূপ আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ। জাতির পিতার সূচিত পথ ধরে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ ডিজিটাল বাংলাদেশ। ২০২১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রা। এ অভিযাত্রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-সেবাকে সারা দেশে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিয়ে এর সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং দেশের জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদের সুযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতা ও সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনায় এক সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলকের সঠিক নেতৃত্বে অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স এবং তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ এই চারটি মূল স্তম্ভকে ভিত্তি করে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি। ২০২১ সালের মধ্যে আইসিটি পেশাজীবীর সংখ্যা ২০ লাখে উন্নীত করা এবং অবকাঠামো তৈরি, শিক্ষার মাধ্যমে জনসম্পদ তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এ খাতের আয় ২০২১ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন ডলার এবং ২০৪১ সালে ৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করছে এ বিভাগ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ, তরুণ-যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহারের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা ব্যক্ত করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে একটি সময়োপযোগী ও বাস্তবে অর্জনযোগ্য কর্মকৌশল প্রণয়ন করেছে।

এ বাস্তবায়ন কৌশলের প্রথমেই ৫ বৎসর মেয়াদি লক্ষ্য ও বাস্তবায়ন সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের সঙ্গে এ বিভাগের এপিএ এবং এসডিজি সূচকের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী এ বিভাগের বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি কর্মশালা ও আলোচনা সভার মাধ্যমে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে এ বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন করেছে। আমি কমিটির সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি আশা করি এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

(এন এম জিয়াউল আলম)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের চার স্তম্ভ	০১ - ৪২
ডিজিটাল বাংলাদেশ: ১০ বছরের অর্জন	৪৩ - ৪৬
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, নির্দেশিকা ও স্ট্র্যাটেজি-সমূহ	৪৭ - ৫০
'মুজিব বর্ষ ২০২০' উদযাপন উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রস্তাবিত ১০০+ কৌশল	৫১ - ৫৩
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইভেন্ট-বিষয়ক ক্যালেন্ডার	৫৪
বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আইসিটি বিভাগের সমঝোতা স্মারক	৫৫ - ৫৭
একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা	৫৮ - ১০১
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিভিন্ন সংস্থার বিবরণ	১০২ - ১১০
স্থিরচিত্র	১১১ - ১১৬

আমাদের সামনের দিনের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ডিজিটাল যুগে বিশ্ব পরিমণ্ডলে সামনের কাতারে থাকা। আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে মুজিব বর্ষ-২০২০, ডিজিটাল বাংলাদেশ বর্ষ-২০২১, এসডিজি বর্ষ-২০৩০ ও উন্নত বাংলাদেশ বর্ষ-২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়ন করা। এইসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ডিজিটাল ক্ষেত্রে বর্তমানে যে বিপ্লব চলছে, তা ক্রমে যুগোপযোগী করে অগ্রসর করার ভিতর দিয়েই গড়ে উঠবে তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ।

- নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

ডিজিটাল বিপ্লবের পথ ধরে একবিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্ন থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ তার উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে ডিজিটাল বিপ্লবে শামিল হওয়াসহ আইসিটির ব্যবহারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। এর প্রতিফলন দেখা যায় ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০২১ এর ঘোষণা দেন। এর মূল উপজীব্য করা হয় ডিজিটাল বাংলাদেশকে। গণতন্ত্র, সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, ন্যায়বিচার ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারকে এগিয়ে নেওয়াই ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য।

ডিজিটাল বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ:

১. কানেক্টিং বাংলাদেশ

২. দক্ষ মানবসম্পদ

৩. ই-গভর্নমেন্ট

৪. ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন

বিগত দশ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভের আলোকে বিভিন্ন উদ্যোগ, প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা হয়। এ সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটে যা ডিজিটাল অর্থনীতি ও জ্ঞাননির্ভর সমাজ বিনির্মাণের পথ সুগম করে।

একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ দুর্নীতিমুক্ত দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত থাকবে।

- নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

কানেক্টিং বাংলাদেশ

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

২২০৪+

ইউনিয়নে ওয়াইফাই সংযোগ

বাংলাগভঃনেট প্রকল্প

সরকারের সকল দপ্তরকে একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে ৫৮টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগসহ গুরুত্বপূর্ণ ২৪০টি সরকারি দপ্তর এবং ৬৪ জেলা ও নির্বাচিত ৬৪ টি উপজেলায় নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ১৪০টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তরকে জাতীয় নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন এরিয়ায় ৭২/৩৬/২৪ কোরের ৪৩.৬ কি.মি. ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে।

ইনফো-সরকার-২ প্রকল্প

সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কার্যালয়ে আইসিটি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৮৪৩৪টি সরকারি অফিসকে একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে ও ৮০০+ গুরত্বপূর্ণ দপ্তরে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। উপজেলা পর্যন্ত সরকারি দপ্তরসমূহে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে।

ইনফো-সরকার-৩ প্রকল্প

দেশের প্রান্তিক গ্রামীণ জনপদে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা সরবরাহের লক্ষ্যে ২৬০০ ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১০০০ পুলিশ স্টেশনে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। তাছাড়াও, ২২০৪টি ইউনিয়ন পরিষদে ওয়াইফাই জোন স্থাপন করে জনগণকে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। দেশব্যাপী ইউনিয়ন পরিষদ সমূহকে সংযুক্ত করতে ১৯,৫০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

কানেক্টেড বাংলাদেশ প্রকল্প

সরকারের রূপকল্প ২০২১: ডিজাটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দেশব্যাপী সুদৃঢ়, আধুনিক এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সারা দেশে আইসিটি নেটওয়ার্ক স্থাপন কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্গম এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৭৭২টি দুর্গম ইউনিয়নকে এই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। এর ফলে বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় আসবে। ডিজিটাল ডিভাইড বহুলাংশে দূরীভূত হবে।

ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী প্রকল্প

ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা দেশের উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালে 'ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় মহেশখালী দ্বীপে তিনটি নির্বাচিত ইউনিয়নের ২৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়। এ সুবিধা ব্যবহার করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ই-কমার্স কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

দক্ষ মানবসম্পদ

তারুণ্যের শক্তি
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সামাজিক মূল্যবোধ
চাহিদাভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নয়ন
কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা
নিরাপদ অভিবাসন
সংস্কৃতি ও খেলাধুলায় উৎসাহ
জঙ্গিবাদ ও মাদক নির্মূল
উদ্ভাবনী গবেষণা
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DIGITAL BANGLADESH

দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিগত এক দশকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর অধীন বিভিন্ন সংস্থা আইটি খাতের বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

এলআইসিটি প্রকল্প

দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিকাশ ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৫,০০০+ আইটি প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মী তৈরি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় টপ-আপ আইটি, ফাউন্ডেশন, ফাস্ট ট্র্যাক ফিউচার লিডার (এফটিএফএল), মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের জন্য এসিএমপি ৪.০ এবং আইটি কোম্পানির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য এফটিএফএল কর্মসূচির আওতায় বিগ ডাটা অ্যানালাইটিকস, ক্লাউড কম্পিউটিং, আইওটি, মেডিক্যাল স্ক্রাইব, ব্লকচেইন, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, মেশিন লারনিং, রোবটিক্স, আর্টিফিসিয়াল ইনটিলিজেন্স ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ২৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ এবং চাকরি প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইটি কোম্পানির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে দেয়া হচ্ছে। এজন্য বিভিন্ন সময়ে চাকুরি মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। গত তিন বছরে বিভাগীয় শহরে মোট ৬টি জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয় যেখানে লক্ষাধিক তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করে।

লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৫৭,০১০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এর মধ্যে ৪১,৬০০ জন নারী। প্রফেশনাল আউটসোর্সিং ট্রেনিং প্রাপ্তরা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে এ পর্যন্ত প্রায় ১৬ লক্ষ মার্কিন ডলার আয় করেছে।

বিশেষভাবে সক্ষম/ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়ন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আইসিটি ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে বিনামূল্যে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ২০১৫ সাল থেকে নিয়মিত চাকরি মেলা আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রযুক্তি চর্চায় উৎসাহিত করার জন্য ২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসওর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিসিসির নিয়মিত কার্যক্রম ও গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৪০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪০০+ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশেষায়িত ল্যাব

বিশ্ববিদ্যালয় ও আইটি/হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IOT), Machine Learning, Data Science, AR/VR/MR, Robotics, Cyber Security and Software Testing ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষায়িত ল্যাবরেটরি স্থাপন করছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১টি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এ ল্যাবগুলো শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষকসহ অন্যান্য গবেষকদের গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০২৩ সালের মধ্যে ৩৯টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হবে।

৪১৭৬টি

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন" প্রকল্পের মাধ্যমে সৌদি আরবে ১৫টি সহ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৪১৭৬টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' ও 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম' স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং ১৬০টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম' রয়েছে।

Bangladesh IT-engineers Examination Centre (BD-ITEC)

বাংলাদেশের **IT Engineers Examination (ITEE)** পরীক্ষা নিয়মিতভাবে পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে **Bangladesh IT-engineers Examination Centre (BD-ITEC)** স্থাপন করা হয়েছে। এ পরীক্ষার মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩৬৫ জনকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

আইসিটি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আইটি বিষয়ে ১১,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে (এদের মধ্যে ৯৮ জনকে JAVA বিষয়ে ভারতের ইনফোসিস থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে) এবং এদের মধ্যে ৪৪৭৬ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। AI, IOT, Machine Learning, Cyber security, Big Data ইত্যাদি উচ্চতর বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য গত ১৫-০৯-২০১৯ তারিখে ৫০ জন আইটি গ্র্যাজুয়েটকে জাপানে পাঠানো হয়েছে; আরো ৫০ জনকে উচ্চতর বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে প্রেরণের নিমিত্ত চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ২০২৩ সালের মধ্যে ৪০,০০০ জন তরুণ-তরুণীকে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ

সারা দেশের ০৮টি বিভাগের ১১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Cyber Security Awareness for Woman Empowerment শীর্ষক সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালাগুলোতে ৮ম-১০ম শ্রেণির প্রায় ৩৫,০০০ ছাত্রীকে হাতে-কলমে সাইবার নিরাপত্তা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অংশগ্রহণকারীগণ সাইবার অপরাধ-সংক্রান্ত আইনের ব্যাখ্যা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিরাপদে ব্যবহারের কৌশলসমূহ, অপরাধ সংঘটিত হলে তা থেকে পরিত্রাণের উপায়, সহায়তা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের নম্বর এবং অভিযোগ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছেন।

সরকারি কর্মকর্তাদের সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ

সরকারি কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ২৪০০ জনকে Cyber Security, Digital Forensic & Vulnerability Assessment প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ফেসবুকের #BoostYourBusiness-এর আওতায় প্রশিক্ষণ

বিশ্বে সামাজিক যোগাযোগের সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক-এর মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্পের অধীনে আইটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০ হাজার তরুণ-তরুণীকে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শী পাওয়ার প্রকল্প

আইসিটি ব্যবসায় নারী উদ্যোক্তা সৃজনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শী পাওয়ার (প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪,০০০ নারীকে আইটি সার্ভিস প্রোভাইডার, ৪,০০০ নারীকে ফ্রিল্যান্সার টু অন্টারপ্রেনিউর এবং প্রায় ২,৫০০ নারীকে কল সেন্টার এজেন্ট হিসেবে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়েছে।

শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

'তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা নয়, বরং শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি' এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, আকর্ষণীয় ও কার্যকর করে তোলার উদ্দেশ্যে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, শিক্ষক কর্তৃক মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরি, শিক্ষক বাতায়ন, মুক্তপাঠ ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম মনিটরিং অ্যাপ ও ড্যাশবোর্ড, ই-বুক এবং ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক প্রভৃতি উদ্ভাবনগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- ২৩,৩৩১টি মাধ্যমিক ও ১৫,০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম (অর্থাৎ ১টি ল্যাপটপ, ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেট মডেম, সাউন্ড সিস্টেম এবং অন্যান্য প্রচলিত উপকরণ) স্থাপন করা হয়েছে।
- ৩৮ হাজারের অধিক মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের এমএমসি মনিটরিং অ্যাপ ও ড্যাশবোর্ড প্রবর্তন করা হয়েছে।
- প্রায় ৩ লক্ষ শিক্ষক এবং ১,৬৫০ জন মাস্টার ট্রেনার মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরি বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন।
- ১০০০+ শিক্ষককে প্রোগ্রামিং, গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট-বিষয়ক উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষক বাতায়ন: শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষক

শিক্ষক বাতায়ন (www.teachers.gov.bd) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টসমূহ-এ বাতায়নে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে শিক্ষকদের মধ্যে ব্লগিংয়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

- সদস্য সংখ্যা: ৩৬৯,০৯৩ জন শিক্ষক।
- শিক্ষামূলক কনটেন্ট: ১৬১,২২০টি।
- মডেল কনটেন্ট: ৯৪৩টি।

কিশোর বাতায়ন

কিশোর বাতায়ন (www.konnect.edu.bd) কিশোর-কিশোরীদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। বাংলাদেশের সব কিশোর-কিশোরী যেকোনো প্রান্তে বসে 'কিশোর বাতায়নে' একই সঙ্গে বিদ্যমান কনটেন্ট দেখতে পারবে ও নতুন কনটেন্ট যুক্ত করতে পারবে। এতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও প্রতিফলন, সাংস্কৃতিক মননশীলতার চর্চা ও ডিজিটাল কনটেন্ট হিসেবে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে ব্যবহারের সুযোগও রয়েছে।

- বাতায়নে সংযুক্ত কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা প্রায় ৩,০০,০১৫
- সর্বমোট ২৮,০০০+ কনটেন্ট।

মুক্তপাঠ

'মুক্তপাঠ' (www.muktopaath.gov.bd) বাংলা ভাষায় নির্মিত একটি উন্মুক্ত ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম। এ প্ল্যাটফর্ম থেকে আগ্রহী যে কেউ যেকোনো সময় যেকোনো স্থান থেকে অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। এই প্ল্যাটফর্মে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। মুক্তপাঠের অনলাইন কোর্সগুলোর পাশাপাশি অফলাইনের কন্টেন্ট ব্যবহার করে যে কেউ শিখতে পারেন।

- সদস্য সংখ্যা: ১৯৫২৯৫ জন।
- সর্বমোট ই-লার্নিং কোর্স: ১০৫টি।
- মুক্তপাঠের পার্টনার: ৭০টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা

সবার জন্য যথোপযুক্ত কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ ও মাথাপিছু রেমিট্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে এটুআই-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো 'কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা'। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ ও জাতীয় যুব নীতিমালা-২০১৭ এর আলোকে এটুআই থেকে নানাবিধ দক্ষতা উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- অ্যাপ্রেনটিসশিপ বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪৪,৪০০ বেকার নারী-পুরুষকে কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের ৩ লাখ উপকারভোগীর মধ্যে ইতোমধ্যে ৩০,০০০ উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- ১০,৩৩০ বেকার নারী-পুরুষকে ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি সেক্টরের বিভিন্ন ট্রেডে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে যথোপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এর সহযোগিতায় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে প্রায় ৫,৮২০ বেকার যুব দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান করা হয়েছে।

- ৪০,০০০-এর বেশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বেকার নারী-পুরুষকে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, এসএমই ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ উইমেন ইন টেকনোলজির সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় ৩,০০০ নারী ফ্রিল্যান্সার তৈরি করা হয়েছে।
- ইমাম-মুয়াজ্জিনদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাদের কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করতে ইমাম বাতায়ন (www.imam.gov.bd) গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে ১ লক্ষ ২০ হাজার ইমাম-মুয়াজ্জিন এ বাতায়নে যুক্ত রয়েছেন।
- দক্ষতা উন্নয়নমূলক উদ্যোগসমূহ নিয়মিত মনিটরিং এবং মেন্টরিং ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান ও বেকার নারী-পুরুষদের মধ্যে সমন্বয়ের লক্ষ্যে দক্ষতা বাতায়ন (www.skills.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সর্বপ্রকার হয়রানির অবসান ঘটানোর কাজ অব্যাহত থাকবে। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানা স্তর কঠোরভাবে সংকুচিত করা হবে।

- নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

ই-গভর্নমেন্ট

আইনের শাসন
এক সেবা বাতায়নে
২,০০০+ ডিজিটাল সেবা
পেপারলেস অফিস
জবাবদিহিতার মূল্যায়ন
সুশাসন
একক আইডি
শুদ্ধাচার ও অভিযোগ প্রতিকার
অংশগ্রহণমূলক সরকার
DIGITAL BANGLADESH
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

জাতীয় ডাটা সেন্টার
(টিয়ার থ্রি এবং টিয়ার ফোর)

ই-গভর্মেন্ট বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান ডাটা সেন্টারের হোস্টিং ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের ডাটা সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত ডাটা সেন্টারের সম্প্রসারণ করে ২০৬টি রেক স্পেসের ক্ষমতায় উন্নীত করা হয়েছে। এতে সরকারি ওয়েব সাইট (৬২৭টি), ই-মেইল হোস্টিং সার্ভিস (৭৭৩৪৯টি ই-মেইল একাউন্ট), বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার তথ্যভাণ্ডার, ই-সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম, জাতীয় তথ্য বাতায়ন (৪৭ হাজার সরকারি দপ্তরের তথ্য বাতায়ন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ই-ভ্যাট, ই-ট্যাক্স ইত্যাদি সিস্টেম, অর্থ বিভাগের অনলাইন বেতন ও পেনশন নির্ধারণী সিস্টেম হোস্টিং করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত টায়ার থ্রি ডাটা সেন্টারটি ISO-27001 ও ISO-20000 আন্তর্জাতিক মান অর্জন করেছে। দুর্যোগকালীন সময়ে জাতীয় ডাটা সেন্টারের গুরুত্বপূর্ণ সেবা ও তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য শেখ হাসিনা সফ্টওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর-এ ৩ পেটাবাইট স্টোরেজ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজাস্টার রিকভারি ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আরেকটি বড় অর্জনের তালিকায় যোগ হচ্ছে টিয়ার ফোর জাতীয় ডাটা সেন্টার (Tier-IV National Data Centre)। তথ্য সুরক্ষা ও অধিক হোস্টিং ক্ষমতার এই ডাটা সেন্টারটি আন্তর্জাতিক মানের এবং এর ডিজাইন অনুমোদিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের আপটাইম ইনস্টিটিউট থেকে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটিতে এই ডাটা সেন্টারটি স্থাপিত হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় ডাটা সেন্টার দু'টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে।

ই-গভর্নমেন্ট রোডম্যাপ ও ই-গভর্নেন্স ইন্টারঅপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক (e-GIF)

ই-গভর্নমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রকল্পের আওতায় সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর এবং সংস্থাসমূহকে Bangladesh National Digital Architecture (BNDA)-এর মধ্যে আনয়নের জন্য একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে তথ্য-উপাত্ত ইলেক্ট্রনিক উপায়ে আদান-প্রদান বাস্তবায়নে BNDA-এর অংশ হিসেবে ই-গভর্নেন্স ইন্টারঅপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক (e-GIF) প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই ফ্রেমওয়ার্কের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ২০১৮ সালের ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি পুরস্কার লাভ করে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ও সেবা

সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে দেশে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে স্বাক্ষর প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ) ৫২,৩৩৫ টি ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিতরণ করেছে এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- 'ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা' শীর্ষক সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপে ৮ম-১০ম শ্রেণির প্রায় ৩৫০০০ জন ছাত্রীকে হাতে-কলমে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- ই-টিআইএন-এ ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার শুরু করা হয়েছে।
- ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারীর তথ্য যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেজের সঙ্গে একটি সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
- পিকেআই সিস্টেমের মানোন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

BGD e-Gov CIRT

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে e-Gov CIRT (Computer Incident Response Team) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইউএসএ-তে অবস্থিত First Organization-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ Global Forum for Incident Response and Security Teams-এর সদস্য পদ লাভ করে। বাংলাদেশ e-Gov CIRT কর্তৃক দেশের ১৪৩ টি সরকারি অফিসের ওয়েব সাইটের vulnerability টেস্ট করা হয়।

২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান।

৩.৫ মিলিয়ন+ কল

১১০০০+ সামাজিক সমস্যার সমাধান।

৮০০০০+ ইসলামিক ও কলসালটেন্সি সেবা

৩৩৩ তথ্য ও সেবা সবসময়

'তথ্য ও সেবা সবসময়' এই স্লোগানকে সামনে রেখে চালু হয় কল সেন্টার ৩৩৩। দেশের অভ্যন্তরে নাগরিকগণ ৩৩৩ এবং প্রবাসীগণ ০৯৬৬৬৭৮৯৩৩৩ নম্বরে কল করে সরকারি সেবাপ্রাপ্তির পদ্ধতি, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য, ইসলামিক মাসআলা-মাসায়েল, পর্যটন ও জেলা-সম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার প্রতিকারে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অবহিত করতে পারছেন।

- সরকারি সেবা প্রাপ্তির তথ্য
- সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার প্রতিকার
- পর্যটন ও জেলা সম্পর্কিত তথ্য
- ইসলামিক মাসআলা মাসায়েল
- ই-টিন সংক্রান্ত তথ্য
- নিরাপদ অভিবাসন তথ্য ও অভিযোগ

মোবাইল হতে **333** ডায়াল করুন

*৬০ পয়সা/মিনিট

৩৬৫ দিন ২৪X৭

বিদেশ থেকে ডায়াল করুন
+8809666789333

৯৯৯-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা

জাতীয় পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের জন্য মোবাইল ফোনভিত্তিক হেল্পডেস্ক বাস্তবায়ন কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস '৯৯৯' চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। পরীক্ষামূলক-ভাবে চালু অবস্থায়ই এই সার্ভিসটি মানুষের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ জনপ্রিয় এই কল সেন্টারটি পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করে। ৯৯৯ ইমার্জেন্সি সার্ভিস চালুর মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য জরুরি পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

বিভিন্ন সেবাপ্রাপ্তির কল সেন্টার

১০৬ : দুর্নীতি দমন এবং এ বিষয়ে অভিযোগ করতে কল করুন।

১৬২৬৩ : ২৪ ঘণ্টা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ পেতে (জাতীয় স্বাস্থ্য বাতায়ন) কল করুন।

১৬১২৩ : কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে যেকোনো সমস্যার তাৎক্ষণিক পরামর্শ পেতে কল করুন।

৩৩৩১ : কৃষি-বিষয়ক যেকোনো পরামর্শ ও সেবার জন্য কল করুন।

১০৫ : জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য জানতে কল করুন।

১৩১ : বাংলাদেশের সকল রুটের ট্রেনের খবর ও টিকিট-সংক্রান্ত তথ্য জানতে কল করুন।

১০৯৮ : সুবিধাবঞ্চিত, নির্যাতিত ও বিপদাপন্ন শিশুদের জন্য ২৪ ঘণ্টা জরুরি সহায়তা।

১০৯ অথবা ১০৯২১ : নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল।

১৬১০৮ : মানবাধিকার সহায়ক কল সেন্টার।

১৬৪৩০ : দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে আইনগত পরামর্শ বা সাহায্য প্রদান।

১০০ : বেসরকারি ফোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা না পেলে অভিযোগ করুন।

ডিজিটাল সেন্টার

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা নিশ্চিতে ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর সারাদেশে ৪,৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (ইউআইএসসি) স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে যার নামকরণ করা হয় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি)। এসব ডিজিটাল সেন্টার এখন কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সরকারি-বেসরকারি-বাণিজ্যিক তথ্য ও সেবাপ্রাপ্তির অনন্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সারাদেশে ইউনিয়ন পরিষদসহ পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং শিল্পাঞ্চল এলাকায় ৫,৮৬৫টি ডিজিটাল সেন্টার-এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে (PPP) পরিচালিত ডিজিটাল সেন্টার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

- ৫,০০০+ নারী উদ্যোক্তাসহ ১১,০০০+ উদ্যোক্তা
- ১৫০+ ধরনের সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদান
- ৪৪.৬ কোটি+ সেবা প্রদান এবং মোট ৩৯৫ কোটি টাকা উপার্জন
- সময়োপযোগী বিজনেস মডেল-এর আলোকে সেবা প্রদানের জন্য 'একসেবা উদ্যোক্তা' প্ল্যাটফর্ম প্রবর্তন

আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রম (ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন)

প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য এটুআই আর্থিক সেবাভুক্তি (ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন) কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এটুআই, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

- বর্তমানে ৩,৮০০+ ডিজিটাল সেন্টারে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম।
- সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১০ লক্ষ + মানুষকে EFT-এর মাধ্যমে ভাতা প্রদান।
- ৪৭৯০+ কোটি টাকা আর্থিক লেনদেন (আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ সেবার মাধ্যমে)।
- ৪৯৫ কোটি টাকার অধিক রেমিট্যান্স উত্তোলন সেবা।

একশপ: রুরাল ই-কমার্স

ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রিকে সারা দেশে প্রসারিত করতে এটুআই চালু করেছে 'একশপ' নামে একটি ইন্টিগ্রেটেড এসিস্টেড ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম। দেশের সব শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই প্ল্যাটফর্মের আওতায় আনা হয়েছে। প্রান্তিক উৎপাদক এবং কৃষকরা সহজেই এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করছেন।

- ২.৫ লক্ষ গ্রাহকের ই-কমার্স সেবা গ্রহণ।
- বর্তমানে ৩,৭৬৫+ ডিজিটাল সেন্টার রুরাল ই-কমার্স কাজে সম্পৃক্ত।
- ৮ কোটি+ টাকার বেশি মূল্যের পণ্য লেনদেন।

ই-নামজারি বা ই-মিউটেশন

ভূমি অফিসের নামজারি সেবা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কম সময়ে, কম খরচে, বিনা ভোগান্তিতে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রদানের জন্য ই-নামজারি তৈরি করা হয়েছে। www.land.gov.bd এই ঠিকানায় যেকোনো নাগরিক ঘরে বসে কিংবা যেকোনো ডিজিটাল সেন্টার থেকে নামজারি-জমাভাগের আবেদন করতে পারেন এবং নামজারি ও জমাভাগ মামলার বর্তমান অবস্থা জানতে পারেন।

- ৪৮৫টি উপজেলা/সার্কেলে ই-নামজারি চলমান।
- প্রায় ৬ লক্ষ ৫৯ হাজার মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

আরএস খতিয়ান সিস্টেম

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত আরএস খতিয়ানসমূহ অনলাইনে প্রদর্শন ও বিতরণের লক্ষ্যে এটুআই, ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর যৌথভাবে আরএস খতিয়ান সিস্টেম তৈরি করেছে। http://rsk.land.gov.bd/ ঠিকানায় নাগরিকগণ জেলা, উপজেলা, মৌজা নির্বাচন করে খতিয়ান বা দাগ বা মালিকের নাম বা পিতা/স্বামীর নাম দিয়ে অনলাইনে খতিয়ান অনুসন্ধান করতে পারেন, খতিয়ানের বিস্তারিত তথ্য জানতে পারেন এবং খতিয়ানের সত্যায়িত নকলের জন্য আবেদন করতে পারেন। এই সিস্টেমে ১ কোটি ১ লক্ষ + আরএস খতিয়ান সংযোজিত।

ডিজিটাল রেকর্ড রুম

এটুআই-এর সহযোগিতায় ভূমি মন্ত্রণালয় 'ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ড রুম সার্ভিস (ডিএলআরএস)' প্রকল্পের মাধ্যমে সিএস এবং এসএ খতিয়ানসমূহ ডিজিটাইজ করছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে নাগরিকগণ পর্চার আবেদন ও সত্যায়িত নকল গ্রহণ করতে পারছেন। প্রায় ৩.৫ কোটি খতিয়ান ডিজিটাইজড করা হয়েছে ।

উত্তরাধিকার ডটবাংলা: এক ক্লিকেই সম্পত্তির হিসাব

উত্তরাধিকার ডটবাংলা (উত্তরাধিকার.বাংলা বা inheritance.gov.bd বা uttoradhikar.gov.bd) মৃত ব্যক্তির সম্পদ তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনের হিসাব নির্ণয়ের একটি ক্যালকুলেটর। এই ক্যালকুলেটর এর মাধ্যমে সম্পত্তির বন্টনের হিসাব পাওয়া যায় এবং সার্টিফিকেট তৈরি করা যায়।

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন (www.bangladesh.gov.bd)

সব তথ্য ও সেবা এক ঠিকানায়-এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সব দপ্তরের সহযোগিতায় এটুআই, আইসিটি অধিদপ্তর, বিসিসি বিশ্বের বৃহত্তম সরকারি ওয়েবপোর্টাল 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' বাস্তবায়ন করছে। ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত ৪৬০০০+ সরকারি অফিস এই বাতায়নে সংযুক্ত রয়েছে।

- ৫ মিলিয়নের অধিক বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত।
- প্রতিমাসে ৬ কোটি+ নাগরিক এই বাতায়ন হতে তথ্য ও সেবা গ্রহণ করেন।
- ৪০০+ সরকারি সেবার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত।
- ১৬৮৭+ সেবার ফরম সংযোজন।
- ৬০০+ ই-সেবা সংযুক্ত।

ই-নথি

মন্ত্রণালয় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ১৯০০০ সরকারি দপ্তর থেকে প্রদেয় সেবাসমূহকে জনগণের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেয়ার ব্রত নিয়ে এটুআই এবং আইসিটি অধিদপ্তর সারাদেশে ই-নথির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ৭১ টি অধিদপ্তর, ৬০৪ টি দপ্তর/সংস্থা, ১০৬ টি বিভাগীয়, ২৫০৬ টি জেলা পর্যায়ের এবং ২৪২৫ টি উপজেলা পর্যায়ের অফিসসহ মোট ৬০৯৮ টি সরকারি অফিসে বর্তমানে ই-নথি কার্যক্রম চালু রয়েছে। nothi.gov.bd বা service.gov.bd থেকে সেবাদাতা এবং সেবাগ্রহীতাগণ 'নথি' সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারবেন।

ফরমস বাতায়ন (সব সেবা ফরম এক ঠিকানায়)

www.forms.gov.bd

- ১৬৮৭ ফরম যার মধ্যে ১২০০+ পূরণযোগ্য পিডিএফ।
- প্রতিমাসে ২.৫ লাখ+ ব্যবহারকারী।
- অনলাইনে ফরম ডাউনলোড এবং দাখিলের জন্য এ পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে।

কৃষি বাতায়ন

দেশব্যাপী কৃষকের দোরগোড়ায় দ্রুত ও সহজে কার্যকরভাবে ই-কৃষি সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'কৃষি বাতায়ন' (http://krishi.gov.bd/) প্রস্তুত করা হয়েছে।

- ৭৮ লাখ কৃষকের তথ্য সংযুক্ত।
- কর্মরত ১৮,০০০ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সংযুক্ত।
- ৫০৮টি উপজেলার বৈচিত্র্যময় কৃষি তথ্য।
- ১৪,০০০ কৃষি ব্যাংকের তথ্য।
- ১২,০০০ কৃষক সংগঠনের তথ্য।
- ৫,৬০০ হাটবাজারের তথ্য।
- ১,২০০ ফসলভিত্তিক বিভিন্ন কন্টেন্ট।
- ১০০০+ ভিডিও কন্টেন্ট।
- প্রতিমাসে গড়ে ৬,০০০ কৃষকবন্ধু ফোনসেবার মাধ্যমে সেবা প্রদান ।
- ১,৪০০ বালাইয়ের তথ্য, ২৫০টি ফসল, ১০১৮ জাত এবং প্রায় ১২,৫০০ ডিলারের তথ্য।

বিচার বিভাগীয় বাতায়ন (বিচারিক তথ্য ও সেবা এক ঠিকানায়)

বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট এবং এটুআই-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশনের জন্য বিচার বিভাগীয় বাতায়ন (www.judiciary.org.bd) তৈরি করা হয়েছে। মহানগর ও জেলা পর্যায়ের সকল আদালত এবং ট্রাইবুনাল এ বাতায়নের সঙ্গে সংযুক্ত।

এই বাতায়ন হতে একজন নাগরিক খুব সহজে একটি মামলার বিচার পদ্ধতি, বিচারিক কাজে প্রয়োজনীয় সব ফরম, প্রতিকার পাওয়ার তথ্য, আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ, আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির উপায়, কোর্ট ফি, মামলার মূল্যমান, আদালত কাঠামো, আইন- অধিকার-সম্পর্কিত তথ্য পাবেন।

- এই বাতায়নে সংযুক্ত ৬৪ টি জেলা আদালত, ৫ টি মহানগর ও ৮ টি ট্রাইবুনাল।

কজলিস্ট: কার্যতালিকা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (সব মামলার তথ্য এক ঠিকানায়)

এটুআই-এর কারিগরি সহযোগিতায় নিম্ন আদালতের বিদ্যমান কজলিস্ট বা কার্যতালিকাকে অনলাইন সিস্টেমে (causelist.judiciary.org.bd) রূপান্তর করা হয়। বিচারপ্রার্থী তাঁর মামলার তথ্য ও পরবর্তী তারিখ এই সিস্টেম থেকে পাচ্ছেন। পাশাপাশি এই সিস্টেম আদালতে কর্মরত বিচারকের ডায়েরি হিসেবে কাজ করছে। এই সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিচারকের ড্যাশবোর্ড প্রস্তুত করে, যা বিচারাধীন মামলা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

- ২,৫০০+ আদালতের মামলার কজলিস্ট বাস্তবায়ন হচ্ছে।

এসডিজি ট্র্যাকার: বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্পণ

বাংলাদেশে এসডিজি'র বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে এটুআই, অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় এসডিজি ট্র্যাকার তৈরি করে। এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- এসডিজি সূচকসমূহ পরিবীক্ষণের জন্য একটি অনলাইন উপাত্তভাণ্ডার তৈরি করা।
- প্রত্যেকটি লক্ষ্যমাত্রা, টার্গেট এবং সূচককে অনলাইন ট্র্যাকিংয়ে সহায়তা প্রদান।
- এসডিজি-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ।
- এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা প্রদান।

২০১৭ সালে জাতিসংঘের ৭২তম সাধারণ অধিবেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসডিজি ট্র্যাকারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এসডিজি বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে বর্তমানে ৬১টি সূচকের উপাত্ত এই সিস্টেমে সন্নিবেশিত হয়েছে।

অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস)

সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় সেবা প্রত্যাশীদের অভিযোগ প্রতিকারের লক্ষ্যে এটুআই-এর সহযোগিতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অনলাইন জিআরএস সিস্টেম (www.grs.gov.bd) প্রবর্তন করে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে সেবা থেকে বঞ্চিত সেবাপ্রত্যাশীগণ অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এবং আবেদনের অগ্রগতির সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারবেন।

ই-চালান

সরকারি বিভিন্ন সেবার ফি ইলেক্ট্রনিক উপায়ে গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং এটুআই-এর কারিগরি সহযোগিতায় একটি ইলেক্ট্রনিক চালান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (www.echallan.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে। এ সিস্টেম হতে একজন সেবাগ্রহীতা তার কাঙ্ক্ষিত সেবার জন্য চালান ফরম পূরণ ও ফি খুব সহজে ঘরে বসে প্রদান করতে পারেন এবং সর্বশেষ অবস্থা যাচাই করতে পারেন।

জিটুপি পদ্ধতিতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভাতা প্রদান

এটুআই-এর সহযোগিতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীদের জন্য এমআইএস তৈরি করা হয়েছে। এটি ব্যবহার করে উপকারভোগীর ব্যাংক অথবা মোবাইল ব্যাংক হিসাবে সরাসরি সরকারি কোষাগার হতে জিটুপি পদ্ধতিতে অর্থ প্রেরণ করা হচ্ছে।

ইনোভেশন ফান্ড

নাগরিক সেবা সহজিকরণে সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তিপর্যায়ের উদ্ভাবনী প্রচেষ্টায় আর্থিক, কারিগরি ও নীতিগত সহায়তা প্রদান করতে এবং বিদ্যমান ক্ষুদ্র ও মধ্যম পর্যায়ের উদ্যোগসমূহে উদ্ভাবনী দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে 'এটুআই ইনোভেশন ফান্ড'। উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের সফলতার পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২টি পর্বে ২৪৭টি প্রকল্পে মোট ৩৯ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এটুআই ইনোভেশন ফান্ড-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত কিছু উদ্যোগসমূহ

- পরিবেশ অধিদপ্তরের অনলাইনে পরিবেশ ছাড়পত্র
- অনলাইনে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ
- বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন-পূর্ব অনলাইন সার্টিফিকেশন
- মোবাইল অ্যাপ 'জয়'
- 'ই-কপিরাইট' সিস্টেম
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ই-ট্রেড লাইসেন্স ব্যবস্থা
- পরিবারের সঙ্গে কারাবন্দীদের সংযোগ
- ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক
- কৃত্রিম অঙ্গ তৈরি করতে থ্রি ডি প্রিন্টার প্রযুক্তি

আইসিটি বিভাগ হতে অনুদানপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য সফল উদ্ভাবনী প্রকল্প

Adaptive and Intelligent approach for Real Time Monitoring of Civil Structures and Predictive Alarm Generation System.

এ সিস্টেমের মাধ্যমে যেকোনো ধরনের বিল্ডিং, রাস্তা অথবা ব্রিজ-এর গঠনের অবস্থান নির্ণয় করা যাবে এবং কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অ্যালার্ম জেনারেট-এর মাধ্যমে সতর্ক করা যাবে। ফলে বিল্ডিং এ যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

Accessible PDF Reader for Persons with Visual Disability (APR)..

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রস্তুতকৃত এক্সেসেবল পিডিএফ রিডার সফটওয়্যার এর মাধ্যমে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বার্ধক্যজনিত দৃষ্টিশক্তির সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি ছাড়াও ডিসলেক্সিয়া আক্রান্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণও উপকৃত হবেন।

"দলিল"
[Integrated Web based management software with mobile apps (Android, IoS)]

"দলিল" নামক-এ ওয়েব বেজড সফটওয়্যার এবং মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে ঘরে বসে দ্রুত ও সহজে দলিল রেজিস্ট্রি খরচ কত টাকা তা হিসাব করা যাবে এবং কত টাকা কোন কোন কোড/হিসাব নম্বরে জমা করতে হবে তা জানা যাবে।

PVDoctor: Cloud based Virtual Doctor for Parkinson's Disease Screening and Monitoring]

PVDoctor' (Parkinson's-Virtual-Doctor) নামক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রযুক্তি পার্কিনসন রোগ-এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা সহজে পেতে সহযোগিতা করবে।

WATCHCAM - Intelligent Video Surveillance;

WATCHCAM এক ধরনের ইনটেলিজেন্ট ভিডিও স্যারভিল্যান্স সিস্টেম যা অপরাধ সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে নিরাপত্তা বাহিনীকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবহিত করবে। অপরাধীদের ডাটাবেজ হতে মুখমন্ডল বা সন্দেহজনক গতিবিধি শনাক্তকরণই এই সিস্টেমের কাজ।

"সেলফ প্রটেক্ট" অ্যাপ

"সেলফ প্রটেক্ট অ্যাপ" একটি নাগরিক নিরাপত্তা, জরুরি সাহায্য ও অপরাধ দমনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তাকারী মোবাইল অ্যাপ।

Maysha – The Service Robot

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশিষ্ট স্বয়ংক্রিয় একটি রোবট, যা বাংলা ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে। এটি বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরার খাবার অর্ডার, পরিবেশন ও ই-বিল গ্রহণ করতে পারে।

Efficient Big Data Processing Optimization Framework for Cloud Computing

বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস ও দ্রুত দক্ষ বিগ ডাটা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উচ্চতর দ্রুত তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এ-ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে।

Digital Voice Alert System for Level Crossing.

ডিজিটাল ভয়েস এলার্ট সিস্টেম ফর লেভেল ক্রসিং ২-৩ কিলোমিটার পূর্বে ট্রেনের অবস্থান শনাক্ত করে সেই লেভেল ক্রসিং-এ স্থাপিত ডিজিটাল এলার্ট সিস্টেমকে সক্রিয় করবে এবং ট্রেন লেভেল ক্রসিং অতিক্রম করার পর সক্রিয়ভাবে এলার্ট সিস্টেম বন্ধ হবে। এ সিস্টেম ব্যবহারে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা যাবে।

Seven Elites Game

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের কাহিনী এর উপর ভিত্তি করে "সেভেন এলিটস" নামে একটি গেমস তৈরি করা হয়েছে যেটি কম্পিউটার এবং মোবাইল প্ল্যাটফর্ম এর জন্য রিলিজ করা হয়েছে। গেমসটিতে ৭টি লেভেল এ ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠের সত্য ঘটনা, স্থান ও কাল গ্রাফিক্যাল অ্যানিমেশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। গেমসটি ০২ টি ধাপে রিলিজ করা হবে।

10 Minute School

www.10minuteschool.com বাংলাদেশের একমাত্র ওয়েবসাইট যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অনেক কিছু শিখতে পারছে ভিডিও থেকে এবং প্রস্তুতি নিতে পারছে এ ওয়েবসাইটে থাকা ২৮,০০০ এরও বেশি কুইজ খেলে। বর্তমানে এ ওয়েবসাইটে প্রায় ১২০০০ টি ভিডিও আছে; যা সম্পূর্ণ ইন্টারেক্টিভ। এই ভিডিওগুলো দর্শকের সাথে সরাসরি কথা বলবে এবং উত্তরের সাথে সাথে পরিবর্তিত হবে। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৩.০০ লক্ষ শিক্ষার্থী এই ওয়োবসাইটে পড়াশুনা করছে। দেশের ৪০০০টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং ৩০,০০০+ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে এই ইন্টারেক্টিভ ভিডিওগুলো দিয়ে শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক ০৭ মার্চের ভাষণ থেকে ২১টি বাক্য নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী প্রকাশনা ও মোবাইল অ্যাপস তৈরি।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ-এর ভাষণ থেকে ২১টি বাক্য চয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি বাক্যকে বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্নিহিত অর্থ এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণের লক্ষ্যে দেশের স্বনামধন্য ২৬ জন লেখকের লেখনি দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বই প্রকাশ করা হয়েছে। সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী, প্রখ্যাত লেখক এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল এর মতো স্বনামধন্য লেখকরা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের বাক্য বিশ্লেষণ করেছেন। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে পুস্তকটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। এছাড়া একইসাথে গ্রন্থটির ডিজিটাল ভার্সন- মোবাইল অ্যাপস এবং ই-বুকের উদ্বোধন করা হয়েছে।

Rail Cop: Real-Time Detection of Missing Rail Blocks on a Railway Track Using Sensor Networks

একটি সেন্সিং কম্পোনেন্ট উদ্ভাবনের মাধ্যমে রেললাইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয় করা হয়েছে, যা ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা প্রতিরোধে সহায়তা করবে।

Infoblood.org

জরুরি প্রয়োজনে রক্ত সংগ্রহের জন্য infoblood.org নামে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরির প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে পরিবার, অফিস বা ক্লাবের সকল সদস্যদের ব্লাড গ্রুপের একটি ডাটাবেজ থাকবে। বাংলাদেশে প্রায় ১৫,০০০ এর অধিক ক্লাব, সোসাইটি এবং ব্লাড ডোনার বিভিন্ন গ্রুপ আছে যাদের একই প্ল্যাটফর্ম আনা হবে। আগামী ০১ বছরে ১.০০ লক্ষ এবং ১০ বছরে ১.০০ কোটি ব্লাড ডোনারকে Infoblood.org -তে সম্পৃক্ত করা হবে।

Bangladesh Innovation Award 2019

Live Blood Bank

'লাইভ ব্লাড ব্যাংক' মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন হলো জরুরি ভিত্তিতে রক্তের সন্ধানে রক্তদাতা ও গ্রহীতার জন্য একটি দ্রুত, সহজ এবং নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম। ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে আইসিটি টাওয়ারের অডিটোরিয়ামে 'লাইভ ব্লাড ব্যাংক' মোবাইল এ্যাপিকেশনটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়, যার সাহায্যে যে কেউ খুব সহজে জরুরি রক্তের প্রয়োজনে তার নিকটস্থ স্বেচ্ছায় রক্ত-দাতাকে খুঁজে নিতে পারবেন। রক্ত দিতে ইচ্ছুক যে কেউ এই অ্যাপলিকেশন ব্যবহার করে নিজের প্রোফাইল তৈরি করে নিরাপদভাবে সঠিক ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারবেন। গুগল প্লে স্টোর থেকে বিনামূল্যে লাইভ ব্লাড ব্যাংক এ্যাপটি ডাউনলোড করা যাচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইনোভেশন ফান্ড থেকে ৩০৯ জনকে ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার বৃত্তি ও ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আইসিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য ২৮৯ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ১৯ কোটি ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিভিত্তিক
শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে।

- নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন

২০২১-২৩ সালের মধ্যে ফাইভ-জি চালু করা হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগডাটা, ব্লক চেইন, আইওটি-সহ ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো হবে।

- নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি কালিয়াকৈর, গাজীপুর

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি দেশের প্রথম ও সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ব হাই-টেক পার্ক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বিগত ১৯৯৯ সালের ১৭ জুন অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ বোর্ডের ১২তম সভায় গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে ২৩২ একর জমিতে একটি হাই-টেক পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে ১টি প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে ওয়াটার ট্যাংক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-এর জন্য আইওটি ডিভাইস সৌদি আরবে রপ্তানি করছে। ২টি প্রতিষ্ঠান অপটিক্যাল ফাইবার এবং ১টি প্রতিষ্ঠান মোবাইল অ্যাসেম্বেলিং শুরুর সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। অন্য ১টি প্রতিষ্ঠান কিওস্ক মেশিন অ্যাসেম্বলিং করছে। ইতোমধ্যে ৪ টি ভবনে প্রায় ৪.২৫ লক্ষ বর্গফুট স্পেস নির্মাণ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	
বর্তমানে জমির পরিমাণ	৩৫৫ একর
অবস্থান	কালিয়াকৈর উপজেলা, গাজীপুর।
ঢাকা থেকে ভ্রমণ সময়	সড়ক পথে ১.৩০ ঘন্টা; রেলপথে ১ ঘন্টা; হেলিকপ্টার যোগে ১০ মিনিট
কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রা	১,০০,০০০ (এক লক্ষ)
পার্ক উন্নয়নকারী	ক) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (১৩৩ একর) খ) সামিট টেকনোপলিশ লি. বিডি (৯১ একর পিপিপি মডেলে ডেভেলপ করবে) গ) টেকনোসিটি বিডি লি. (৪০ একর পিপিপি মডেলে ডেভেলপ করবে)
বর্তমানে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২৯টি
ভাড়ার হার	ক) প্রতি বর্গফুট রেডি স্পেস ৩০-৫০ টাকা প্রতি মাস। খ) প্রতি বর্গফুট ভূমি ২-৬ মার্কিন ডলার প্রতি বছর।

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে পার্কটি উদ্বোধন করেন। আধুনিক সুবিধাসহ পার্কটিতে রয়েছে ১৫ তলা মাল্টি টেন্যান্ট বিল্ডিং (এমটিবি), জিমনেসিয়ামের সুবিধাসহ ১২তলা ডরমিটরি বিল্ডিং এবং ক্যান্টিন ও অ্যাম্ফিথিয়েটার, ৩৩ কেভিএ পাওয়ার-সাব স্টেশন, অপটিক্যাল ফাইবার কেবল সংযোগ।

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর	
জমির পরিমাণ	১২.১৩ একর
অবস্থান	সদর উপজেলা, যশোর। যশোর শহরের কেন্দ্র থেকে ২.৪ কি:মি: পূর্বে যশোর বিমানবন্দর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে।
ঢাকা থেকে ভ্রমণ সময়	সড়ক পথে ৬ ঘন্টা; রেলপথে ৮ ঘন্টা; বিমানপথে ৩০ মিনিট
কর্মসংস্থান ও কোম্পানি	কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রা ৫০০০ জন বর্তমান কর্মসংস্থান ১০০০ জন বরাদ্দ প্রাপ্ত কোম্পানি ৪৮টি [২৫টির ব্যবসা কার্যক্রম চলমান]
ভাড়ার হার	প্রতি বর্গফুট রেডি স্পেস ১০ টাকা প্রতিমাস; সার্ভিস চার্জ প্রতি বর্গফুট ২ টাকা প্রতিমাস

জনতা টাওয়ার সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক, ঢাকা

দেশে সফটওয়্যার শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে গত ৩ আগস্ট ২০১০ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের ১ম সভায় কারওয়ান বাজারে অবস্থিত জনতা টাওয়ারকে (৭২০০০ বর্গফুটের) সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে রূপান্তরের ঘোষণা দেওয়া হয়। গত ১৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কটির ব্যবসায় কার্যক্রম উদ্বোধন করেন এবং গত ২৭ জুলাই ২০১৬ তারিখ পার্কটির ইনকিউবেশন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

জনতা টাওয়ার সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক, ঢাকা	
জমির পরিমাণ	০.২১৬৮ একর।
অবস্থান	কারওয়ান বাজার, ঢাকা
কর্মসংস্থান	কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রা - ১৫০০। বর্তমান কর্মসংস্থান ৯০০
কোম্পানি	১৪টি
স্টার্টআপ	১৩টি
ভাড়ার হার	প্রতি বর্গফুট রেডি স্পেস ৩০ টাকা প্রতিমাস; সার্ভিস চার্জ প্রতি বর্গফুট ৫ টাকা প্রতিমাস

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী

২.৭০লক্ষ বর্গফুট বিশিষ্ট ১০ তলা মাল্টিপারপাস ভবন (এমপিবি) নির্মাণ চলমান এবং ৫তলা ইনকিউবেটর ভবন (৭২ হাজার বর্গফুট) নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও রাস্তা, বাউন্ডারি ওয়াল এবং সাবস্টেশন, জেনারেটর ও ভবনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ চলছে। আইটি ইন্ডাস্ট্রি চাহিদা পূরণের জন্য প্রকল্পের আওতায় ৩০০০-এর অধিক তরুণ-তরুণীকে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পার্কটিতে ৭২০০০ বর্গফুটের একটি ইনকিউবেশন এন্ড ট্রেনিং সেন্টার ভবণ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। স্পেস বরাদ্দ প্রদানের জন্য পত্রিকা মারফত দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে।

জমি ও অবস্থান:	৩০.৬৭ একর। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকা।
ভ্রমণ সময়	ঢাকা থেকে সড়ক ও রেলপথে ৫ ঘন্টা এবং আকাশ পথে ৩০ মিনিট
কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রা	১৪০০০ জন
ভাড়ার হার	প্রতি বর্গমিটার ভূমি ১.৫ ডলার প্রতিবছর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে আইসিটি খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলায় হাই-টেক পার্ক স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, সিলেট এর অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। গত ২১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পার্কটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। যুক্তরাজ্যের ১টি প্রতিষ্ঠানকে ২০০০ বর্গফুট স্পেস এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে ২০০০ বর্গফুট স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

জমি ও অবস্থান:	১৬২.৮৩ একর। কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট
ভ্রমণ সময়	ঢাকা থেকে সড়ক ও রেলপথে ৫ ঘন্টা এবং আকাশ পথে ৩০ মিনিট
কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রা	৫০,০০০ জন
ভাড়ার হার	প্রতি বর্গমিটার ভূমি ১.৫ মার্কিন ডলার প্রতিবছর।

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর

নাটোর জেলার সদর উপজেলার পুরাতন কারাগারকে সংস্কারের মাধ্যমে একটি দৃষ্টিনন্দন আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারে উন্নীত করার লক্ষ্যে গত ১৩ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে ১টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গত ২২ জুলাই ২০১৬ তারিখ পার্কটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে পার্কটি উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি।

জমির পরিমাণ:	১.২৩৯ একর
অবস্থান:	নাটোর সদর, নাটোর
বিদ্যমান স্থাপনা:	নতুন ২ তলা ইনকিউবেশন ভবন (১০,০০০ বর্গফুট), প্রশিক্ষণ ভবন ২টি (১৪০০ বর্গফুট)
ভ্রমণ সময়	ঢাকা থেকে সড়ক পথে ৫ ঘন্টা; রেলপথে ৫ ঘন্টা;
স্টার্টআপ সেল	লক্ষ্যমাত্রা- ১০টি বরাদ্দপ্রাপ্ত- ৬টি
কর্মসংস্থান	লক্ষ্যমাত্রা- ১৫০০ জন বর্তমান কর্মসংস্থান ৭৯৯ জন
প্রশিক্ষণ	৩টি ল্যাবে ২৫ জন করে একসাথে মোট ৭৫ জনের প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ৪৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার (৭ আইটি)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে আইসিটি খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলায় হাই-টেক পার্ক স্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে ৭টি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের লক্ষ্যে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

অবস্থান:	কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নাটোর, সিলেট, বরিশাল, মাগুরা ও নেত্রকোনা
বিদ্যমান স্থাপনা	প্রতিটি জেলায় ৬ তলা আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন ভবন (৩৬,০০০ বর্গফুট)
প্রতি ফ্লোরে সুবিধা-সমূহ	লেভেল-১ অফিস স্পেস, লেভেল-২ প্লাগ এন্ড প্লে ৮০ জন, লেভেল -৩ ট্রেনিং সেন্টার ৮০ জনের, লেভেল ৪ এ স্টার্ট আপ ৮০ জনের, লেভেল ৫ এ বিজনেস স্পেস, লেভেল ৬ স্পোর্টর্স, এন্ড কালচার
কর্মসংস্থান	লক্ষ্যমাত্রা ৫০,০০০ জন

জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২টি জেলায়)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে আইসিটি খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলায় হাই-টেক পার্ক স্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে ১২টি জেলায় আইটি পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে ২৫-০৪-২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রতিটিতে ৭ তলা মাল্টিটেনান্ট ভবন (১,০৫,০০০ বর্গফুট); ৩ তলা ক্যান্টিন ও অ্যাম্ফিথিয়েটার ভবন (২১,০০০ বর্গফুট), ৩ তলা ডরমিটরি ভবন (১৮০০০ বর্গফুট) থাকবে।

অবস্থান	রংপুর (সদর), নাটোর (সিংড়া), কুমিল্লা (লালমাই), খুলনা (সদর), বরিশাল (সদর), গোপালগঞ্জ (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), ঢাকা (কেরানীগঞ্জ), ময়মনসিংহ (সদর), জামালপুর (সদর), কক্সবাজার (রামু), সিলেট (কোম্পানীগঞ্জ) এবং চট্টগ্রাম।
কর্মসংস্থান	লক্ষ্যমাত্রা ৬০,০০০ (ষাট হাজার)।
	প্রকল্পের আওতায় ৩০০০০ জনকে আইটি বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর, চুয়েট

আইটি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ এবং উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর নির্মাণ চলমান । এ সেন্টারে থাকছে ১০ তলা বিশিষ্ট ৫০,০০০ বর্গফুটের ইনকিউবেশন হাউজ, ৬ তলা বিশিষ্ট ৩৬,০০০ বর্গফুটের মাল্টিপারপাস প্রশিক্ষণ ভবন এবং ৪ তলা ২টি ডরমিটরি (মহিলা ও পুরুষ) ভবন। প্রকল্পের আওতায় ২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ ভবনে ১০০টি ইনকিউবেশন সেল থাকবে।

সরকার আগামী ২০২১ সাল নাগাদ আইসিটি রপ্তানির খাতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আইসিটি রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং আইসিটি শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

- তথ্য প্রযুক্তিখাতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করা।
- হার্ডওয়্যার সংযোজন বা উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর আমদানি শুল্ক কমিয়ে ১ শতাংশ করা হয়।
- আইটি/আইটিইএস খাতে রপ্তানিতে ১০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা।
- আইটি-আইটিইএস ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যাটিস্টিক্স (২০১৩-২০১৮) সূত্রে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের আইটি-আইটিইএস প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি আয় ছিল ১ বিলিয়ন ডলার-এর অধিক, যা বাংলাদেশের আইটি-আইটিইএস প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে একটি অভূতপূর্ব অর্জন।

২০১৮ সালে আইসিটি রপ্তানি থেকে আয়
১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

২০১৮ সালে আইসিটি পেশাজীবীর
সংখ্যা ১ মিলিয়নে উন্নীত

আইটি সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি

আইটি সেক্টর উন্নয়নে কোম্পানিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথম বারের মত সরকারিভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন যেমন CMMI LEVEL-৩, ISO-২৭০০১, ৯০০১ প্রাপ্তির জন্য ৮১টি কোম্পানিকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি কোম্পানি CMMI LEVEL-৫, ISO-২৭০০১ সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত হয়েছে।

হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগের জন্য প্রণোদনা

- পার্ক ডেভেলপারের জন্য ১২ বছর পর্যন্ত পর্যায়ভিত্তিক ট্যাক্স মওকুফ;
- আইটি/আইটিইএস পণ্য রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে ২০২৪ পর্যন্ত ট্যাক্স মওকুফ;
- ১০ বছরের জন্য আয়কর মওকুফ (প্রথম ৭ বছরের জন্য ১০০%);
- বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ১০০% মালিকানার সুযোগ;
- প্রত্যেকটি হাই-টেক পার্ক ওয়্যারহাউজ স্টেশন হিসেবে বিবেচিত হবে;
- মূলধনী যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ উপকরণের ওপর আমদানি শুল্ক মওকুফ;
- পুনঃবিনিয়োগের ক্ষেত্রে লভ্যাংশের ওপর ট্যাক্স মওকুফ;
- বৈদেশিক কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে আয়ের ওপর ৩ বছরের আয়কর মওকুফ সুবিধা;
- লভ্যাংশ/মুনাফার ওপর ৫০% পর্যন্ত কর অব্যাহতি;
- যেকোনো জমি বা স্পেসের ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প শুল্ক ছাড়;
- ইউটিলিটি সার্ভিসের ওপর ভ্যাট মওকুফ;

বিপিও সামিট বাংলাদেশ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে ১ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে Business Process Outsourcing (BPO)-কে উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসা, দেশীয় বিপিও শিল্পের সাফল্য, সক্ষমতা ও সরকারের নানামুখী উদ্যোগ উপস্থাপন, সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার শিল্পের বিকাশ, দেশের তরুণ ও তরুণীদের এই খাতে আগ্রহী করে তোলা, কর্মসংস্থানের উদ্যোগ ও কর্মসৃষ্টি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের বিপিও (BPO) সেক্টরের অবস্থানকে তুলে ধরা ও বিদেশি ক্রেতাদের আকৃষ্ট করাসহ বিশ্বব্যাপী এই শিল্পের ব্যাপ্তি ঘটাতে এবং ২০২১ সালের মধ্যে এই খাতে ১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা সমুন্নত রাখতে বিপিও সামিট আয়োজন করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে BPO Summit Bangladesh অনুষ্ঠিত হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস

টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আইসিটি'র সর্বোত্তম ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো নির্মাণসহ নির্ভরযোগ্য কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠা, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অর্জন, SDG ও জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের অবদান এবং বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের সারিতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দিবসটির গুরুত্ব জনগণের মাঝে তুলে ধরার নিমিত্ত দেশব্যাপী প্রতিবছর ১২ ডিসেম্বর দিবসটি পালন করা হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৮

জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, উন্নয়ন মেলা ও জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ আয়োজন করা হয়।

iDEA প্রকল্প-এর কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন

- জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৭৫টি স্টার্টআপকে প্রি-সিড পর্যায়ের অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।
- ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া-গভর্নমেন্ট-কমিউনিটি কোলাবরেশন ও স্টার্টআপ সংস্কৃতি উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪০টি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে 'স্টার্টআপ সার্কেল' গঠন করা হয়েছে।
- ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ' প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে যার মাধ্যমে ছাত্রদের উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলোকে স্টার্টআপে রূপান্তর করা হচ্ছে।

বিগত ১০ বছরে
প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সম্মাননা

- ডিজিটাল সিস্টেম ও শিক্ষার সম্প্রসারণে অবদান রাখার স্বীকৃতি-স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ সাউথ সাউথ কোঅপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ প্রদান করা হয়। ২০১৪ সালে ওয়াশিংটনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

- তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগতির স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা (আইটিইউ) ২০১৫ সালে 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার' প্রদান করে। নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে আইটিইউ মহাসচিব হুলিন ঝাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।

- সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বিশ্বের মহাসড়কে পৌঁছে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদকে ২০১৬ সালে ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড কমপিটি-টিভনেস, প্ল্যান ট্রিফিনিও, গ্লোবাল ফ্যাশন ফর ডেভেলপমেন্ট ও যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নিউ হ্যাভেনের স্কুল অব বিজনেস যৌথভাবে 'ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ফর আইসিটি' পুরস্কার প্রদান করে। নিউইয়র্কের স্থানীয় একটি হোটেলে এক জমকালো অনুষ্ঠানে জনাব সজীব ওয়াজেদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন প্রখ্যাত অভিনেতা রবার্ট ডাবি।

- সরকারি নিয়োগে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলআইসিটি প্রকল্পের ই-গভর্নমেন্ট কম্পোনেন্টের আওতায় তৈরিকৃত 'ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম' শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম এর জন্য বিসিসিকে Open Group Kochi Awards 2019 প্রদান করা হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ভারতের কেরালা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পিনারাই ভিযায়ন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের প্রতিনিধির কাছে এ পুরস্কার হস্তান্তর করেন।

- টানা ৬ বছর তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) পুরস্কার' অর্জন করেছে এটুআই-এর বিভিন্ন প্রজেক্ট। ২০১৯ সালে শিক্ষক বাতায়ন এবং মোবাইল বেইজড এইজ ভেরিফিকেশন বিফোর ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন টু স্টপ চাইল্ড ম্যারেজ প্রজেক্ট; ২০১৮ সালে মুক্তপাঠ ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম; ২০১৭ সালে মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিমেডিসিন প্রকল্প, নাগরিক সেবা উদ্ভাবনে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার ও ই-নথি; ২০১৬ সালে সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ-এসপিএস, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনলাইন ছাড়পত্র, শিক্ষক বাতায়ন এবং কৃষকের জানালা; ২০১৫ সালে জাতীয় তথ্য বাতায়ন এবং ২০১৪ সালে ডিজিটাল সেন্টার ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) পুরস্কার অর্জন করেছে।

- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে আন্তর্জাতিক ISO 9001: 2015 সার্টিফাইড হয়েছে। এছাড়া দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্টকরণে অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষকে ২০১৮ সালে জাতীয় ডিজিটাল দিবসে ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্মাননা-২০১৮ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ভিশন-২০২১ এর উপর WITSA (The World Information Technology and Services Alliance) ২০১৯, চেয়ারম্যান অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হয়েছে।

- জাপানের টোকিওতে Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) কর্তৃক আয়োজিত ASOCIO Digital Summit 2018 অনুষ্ঠানে Digital Government Award ক্যাটাগরিতে "ইনফো-সরকার" প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়।

- এটুআই-এর শিক্ষক বাতায়ন, পিএনপিকে, র‍্যাম্প পাম্প, ইউজড কুকিং ওয়েল, স্মার্ট হোয়াইট ক্যান এবং একশপ ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে 'ইন্টারন্যাশনাল ইনভেনশন, ইনোভেশন এ্যান্ড টেকনোলজি এক্সিবিশন' (ITEX Award) অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ অর্জন করে।

- দি ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন এ্যান্ড এক্সিলেন্স ২০১৮ সালে এটুআই-এর একসেবা প্ল্যাটফর্ম প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

- এটুআই-এর একসেবা প্ল্যাটফর্ম ২০১৮ সালে এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যাওয়ার্ড (APICTA) অর্জন করে।

- এটুআই-এর একশপ ২০১৮ সালে ইউএন ফ্যাসিলিটি ফান্ড পুরস্কার অর্জন করে।

- এটুআই-এর ই-লার্নি প্ল্যাটফর্ম মুক্তপাঠ ২০১৮ সালে প্রেস ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর কাছ থেকে সাংবাদিক সোহেল সামাদ পুরস্কার অর্জন করে।

- এটুআই-এর টেলিমেডিসিন সেবা ২০১৮ সালে তৃতীয় কমনওয়েথ্ ডিজিটাল অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

- এটুআই-এর একশপ ২০১৮ সালে ইউএন ফ্যাসিলিটি ফান্ড পুরস্কার অর্জন করে।

- তাইওয়ানের তাইপেতে Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business (AFACT) কর্তৃক আয়োজিত eASIA Award-2017 অনুষ্ঠানে Creating Inclusive Digital Opportunities ক্যাটাগরিতে "ইনফো-সরকার" প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়।

- আইসিটি এডুকেশন এবং প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-কে 'WITSA Award 2017' প্রদান করা হয়।

- যুক্তরাজ্যের ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত 'MobileGov World Summit 2017'-শীর্ষক ইভেন্টে 'Excellence in Designing the Future of e-Government' ক্যাটাগরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ 'Global MobileGov Awards 2017'-এর চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নির্বাচিত হয়।

- Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO)-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে ICT Education Award 2017 পুরস্কার প্রদান করা হয়।

- এটুআই-এর অটিজম বার্তা ২০১৭ সালে অর্জন করে বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড ও এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি এলায়েন্স (APICTA) অ্যাওয়ার্ড এবং একই বছর এটুআই-এর মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক অর্জন করে হেনরী ভিসকার্ডি অ্যাওয়ার্ড।

- এটুআই-এর জাতীয় তথ্য বাতায়ন এবং ই-নথি (অফিস ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিস ফ্রেমওয়ার্ক) ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড দি ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন এ্যান্ড এক্সিলেন্স কর্তৃক যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড ও অ্যাওয়ার্ড অব ডিসটিংশন অর্জন করে।

- গভর্নিং প্রসেসকে ডিজিটাইজ করার জন্য Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASO-CIO) তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগকে ASOCIO 2016 Digital Government Award প্রদান করে।

- এটুআই-এর অটিজম বার্তা ২০১৬ সালে অর্জন করে ন্যাশনাল মোবাইল অ্যাপস অ্যাওয়ার্ড, কৃষকের জানালা ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট অর্জন করে ব্রাক মন্থন ডিজিটাল ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড এবং এটুআই অর্জন করে জনপ্রশাসন পদক।

- এটুআই এর দু'টি ইনোভেশন প্রজেক্ট ২০১৩ সালে ইনফরমেশন সোসাইটি ইনোভেশন ফান্ড (ISIF ASIA) অ্যাওয়ার্ড এবং জিরো প্রজেক্টস অ্যাওয়ার্ড অন ইনক্লুসিভ এডুকেশন অর্জন করে।

- বিসিসি দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য ২০১১ সালে e-Education ক্যাটাগরিতে এবং National Data Centre for e-Service প্রতিষ্ঠার জন্য e-Infrastructure ক্যাটাগরিতে ১টি সহ মোট ২টি ভারতের Manthan Award ২০১১ অর্জন করে।

- ASOCIO Award-2010 আইসিটি'র উন্নয়ন এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ নেতৃত্বদান এবং অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের তথ্য প্রযুক্তির প্রধান সংগঠন এশিয়া-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন কর্তৃক প্রবর্তিত 'অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ড'- এ ভূষিত করা হয়।

- ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার ৫ মার্চ, ২০১৯ এ Uptime Institute হতে Constructed Facilities সার্টিফিকেট এবং সফলভাবে ডেটা সেন্টার নির্মাণের জন্য ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ DCD (Data Center Dynamics) APAC- 2019 পুরস্কার অর্জন করে।

জাতিসংঘ ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশ

ইউএন ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট র‍্যাংকিং-এ বাংলাদেশ ২০১২ সালের ১৪৮ তম অবস্থান থেকে ২০১৮ সালে ১১৫তম অবস্থান পৌঁছায়। মূলত আইসিটি টুলকে ব্যবহার করে বিভিন্ন অনলাইন-সেবা তৈরি এবং মোবাইল বা ওয়েব অ্যাপের মাধ্যমে তা উপস্থাপনের মাধ্যমে অনলাইন সেবা সূচকে বাংলাদেশের মূল অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। তাছাড়াও টেলিকমিউনিকেশন সূচক এবং হিউম্যান ক্যাপিটাল সূচকেও বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, নির্দেশিকা ও স্ট্রাটেজিসমূহ

প্রণীত আইনসমূহঃ

- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০ (সংশোধন ২০১৪)
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধন ২০০৯, ২০১৩)
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) আইন ১৯৯০

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে এ আইন প্রণীত হয়। এ আইনের আওতায় 'ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি' গঠন করা হয়েছে। উক্ত এজেন্সির অধীন 'কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (CERT)' এবং 'ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব' স্থাপনসহ এ-সংক্রান্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। এ আইন প্রয়োগের দ্বারা তথ্যপ্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের নিরাপদ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ উন্নয়নের সোপানে এগিয়ে যাবে। অর্জিত হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

প্রণীত বিধিমালাসমূহ

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১৯
- ওয়ানস্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৯
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (গেজেটেড ও নন-গেজেটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিধিমালা-২০১৫
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক ওয়্যারহাউজিং স্টেশন বিধিমালা-২০১৫
- ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের (নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক, সহকারী নিয়ন্ত্রক) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২
- ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের (কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১২
- তথ্যপ্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১০

ওয়ানস্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৯

এ বিধিমালার মাধ্যমে হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগকারীগণ এক স্থান থেকে সমুদয় সেবা প্রাপ্ত হবেন।

বিনিয়োগকারীদের সময়াবদ্ধভাবে বিভিন্ন সেবা যথা: কোম্পানি নিবন্ধন, ভিসা ইস্যু, ওয়ার্ক পারমিট, ভূমি বরাদ্দ, ছাড়পত্র, ইউটিলিটি সংযোগসহ সকল সেবা হাই-টেক পার্ক হতে প্রদান করা হবে। যার ফলে হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগে উদ্যোক্তাগণ উৎসাহী হবেন। বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা আইসিটি খাতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে আইসিটি খাতের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশের কাতারে শামিল হবে।

প্রণীত নীতিমালাসমূহ

- জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮
- সরকারি ই-মেইল নীতিমালা ২০১৮
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্যে অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা-২০১৬
- জাতীয় ডাটা সেন্টার ইউজার পলিসি

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধমে সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো-সহ ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জ্ঞানভিত্তিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ০৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত এ নীতিমালায় ০১ (এক) টি রূপকল্প, ০৮ (আট) টি উদ্দেশ্য, ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি কৌশলগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডিজিটাল সরকার; ডিজিটাল নিরাপত্তা; সামাজিক সমতা; শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবন; দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি; অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিবেশ জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদনশীলতা বিষয়ে নীতি নির্দেশনা রয়েছে। এ নীতমালা বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়-ভিত্তিক মোট ৩৪৩টি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা স্বল্প মেয়াদি (২০২১ সাল), মধ্য মেয়াদি (২০৩০ সাল) এবং দীর্ঘ মেয়াদি (২০৪১ সাল) বাস্তবায়ন করা হবে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) ফলে তথ্যপ্রযুক্তির নব নব উদ্ভাবনসমূহ যথা: ইন্টারনেট অব থিংস, বিগডাটা, রোবোটিক্স, ব্লক চেইন, ক্লাউড কম্পিউটিং ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের জীবনমানের উন্নতি, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু এবং ব্যবসা-বাণিজ্য তথা উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা এ নীতিমালায় বিধৃত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক কর্মকাণ্ডে সমন্বিতভাবে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ ২০২১ সালের মধ্যে আইসিটি খাতে কাঙ্ক্ষিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সক্ষম হবে।

প্রণীত গাইডলাইন/ স্ট্র্যাটেজিসমূহ

- সিকিউর কোডিং নির্দেশিকা, ২০১৬
- সাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি, ২০১৪
- তথ্য নিরাপত্তা পলিসি গাইডলাইন, ২০১৪

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) নির্দেশিকা

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থাসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে কাজ না করে সমন্বিতভাবে তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদানের মাধ্যমে 'Whole of the Government' পদ্ধতিতে কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত ডিজিটাল আর্কিটেকচার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তথ্য-উপাত্তসমূহ পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের লক্ষ্যে আন্ত:পরিবাহিতা নিশ্চিতকরণ ও দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে; যা অনুসরণের মাধ্যমে একদিকে যেমন ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠা সহজ হবে- অপরদিকে সাশ্রয় হবে সময় এবং সরকারি সম্পদের।

প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা/গাইডলাইনসমূহ

- ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি (ক্ষমতা ও কার্যাবলী) বিধিমালা-২০১৯
- তথ্য গোপনীয়তা ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৯
- ডাটা সেন্টার স্থাপন ও পরিচালিকা নির্দেশিকা ২০১৯
- সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন নীতিমালা ২০১৯

“এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরি না পায় বা কাজ না পায়।”

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘মুজিব বর্ষ ২০২০’

উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রস্তাবিত “১০০+ কৌশল”

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঘোষিত “মুজিব বর্ষ ২০২০” যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে উদ্‌যাপনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর উদ্যোগে মার্চ ২০২০ হতে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত কতিপয় কার্যক্রম/উদ্যোগকে ‘১০০+ কৌশল’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি কৌশলের বাস্তবায়নসূচক (সংখ্যা/হার) ১০০-এর চেয়ে অধিক মানে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি এ কৌশলগুলোতে রয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর অধীন সংস্থা ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ এ কৌশলগুলো বাস্তবায়ন করবে। কৌশলগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, সেবার মান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং জাতির পিতার স্বপ্ন ‘সোনার বাংলা’ পূরণ হবে।

‘মুজিব বর্ষ ২০২০’ উদযাপন উপলক্ষে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রস্তাবিত “১০০+ কৌশল”

ক্রম	কৌশল/কার্যক্রমের নাম	বাস্তবায়ন সূচক এর মাত্রা/ সংখ্যা/হার	সুবিধাভোগী	বাস্তবায়ন এলাকা/ কভারেজ	বাস্তবায়নকারী
১.	২০১৯-২০ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন	১০০+% ১৫০%	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	সকল প্রকল্প পরিচালক
২.	তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নয়ন	১০০+ হাজার	তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী/ যুবসমাজ	সমগ্র বাংলাদেশ	আইসিটি বিভাগ এবং সকল সংস্থা
৩.	শ্রেষ্ঠ আইসিটি কোম্পানিকে সম্মাননা প্রদান	১০০+	আইসিটি শিল্পের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি	সমগ্র বাংলাদেশ	আইসিটি বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
৪.	জনগণকে ইন্টারনেট কভারেজের আওতায় আনয়ন	১০০+ মিলিয়ন	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
৫.	তৃণমূল পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান	১০০+ হাজার	খানা/প্রতিষ্ঠান	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
৬.	পরিচয় অ্যাপ এর মাধ্যমে এনআইডি যাচাই	১০০+ মিলিয়ন	সকল ভোটার	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
৭.	শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে শিক্ষার্থীদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০০+ হাজার	সকল ছাত্র-ছাত্রী	সমগ্র বাংলাদেশ	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
৮.	শিশু-কিশোরদের প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ	১০০+ হাজার	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী	সমগ্র বাংলাদেশ	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
৯.	সাধারণ বিদ্যালয়কে স্মার্ট বিদ্যালয়ে রূপান্তর	১০০+ বিদ্যালয়	শিক্ষার্থী	জাতীয় সংসদের নির্বাচিত ১০০ টি আসন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
১০.	গ্রামে শহরের নাগরিক সুবিধা চালুকরণ	১০০+ গ্রাম	তৃণমূলের জনগণ	১০০ টি নির্বাচিত গ্রাম	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
১১.	আইসিটি বিষয়ক ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ	১০০+ হাজার	শিক্ষার্থী, যুবক ও জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	আইসিটি বিভাগ
১২.	স্টার্টআপ-এর জন্য ইনোভেশন ফান্ডিং	১০০+	স্টার্টআপ	নির্বাচিত স্টার্টআপ কোম্পানিসমূহ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
১৩.	হাই-টেক/সফটওয়্যার পার্কে আইটি কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানকে স্পেস বরাদ্দ প্রদান	১০০+	দেশি/বিদেশি আইটি কোম্পানি/ প্রতিষ্ঠান	বিদ্যমান হাই-টেক/ সফটওয়্যার পার্কসমূহ	বাংলাদেশ হাই-টেক কর্তৃপক্ষ

ক্রম	কৌশল/কার্যক্রমের নাম	বাস্তবায়ন সূচক এর মাত্রা/ সংখ্যা/হার	সুবিধাভোগী	বাস্তবায়ন এলাকা/ কভারেজ	বাস্তবায়নকারী
১৪.	পুলিশ পার্সোনেলকে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান	১০০+ হাজার	বাংলাদেশ পুলিশ	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
১৫.	আইটি/আইটিইএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০০+ ব্যাচ	যুবক/ আইসিটি উদ্যোক্তা	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ হাই-টেক কর্তৃপক্ষ
১৬.	আইটি/আইটিইএস খাতে রপ্তানি	১০০+ কোটি টাকা	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বেসিস, বাক্কো, বিসিএস
১৭.	দুর্গম ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান	১০০+	দুর্গম এলাকার জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
১৮.	আইসিটির মাধ্যমে বিভিন্ন পৌরসভায় নাগরিকদের সেবা প্রদান	১০০+ হাজার	পৌর এলাকার জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
১৯.	ই-নথি কার্যক্রম সম্পাদন	১০০+ হাজার	সরকারি দপ্তর	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
২০.	ই-সেবা	১০০+	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
২১.	সেবা সহজিকরণ	১০০+	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই
২২.	ই-মিউটেশন	১০০+ হাজার	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই
২৩.	উদ্ভাবন	১০০+	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই
২৪.	সোশ্যাল মিডিয়া রিচ	১০০+ লাখ	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই
২৫.	অডিও ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট	১০০+	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই
২৬.	প্রশিক্ষণ	১০০+ হাজার	সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং উদ্যোক্তা	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
২৭.	জাতীয় তথ্য বাতায়নে কন্টেন্ট	১০০+ হাজার	জনগণ	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
২৮.	শিক্ষক বাতায়নে শিক্ষক সংযোজন	১০,০০০	শিক্ষক	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই
২৯.	জেলা ব্রান্ডিং-এর মাধ্যমে পর্যটক সংযোজন	১০০+ হাজার	পর্যটক	সমগ্র বাংলাদেশ	এটুআই

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইভেন্ট বিষয়ক ক্যালেন্ডার
জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২১

বছর	মাস	দেশীয়		আন্তর্জাতিক
২০১৯	অক্টোবর	ডিজিটাল ডিভাইস ও ইনোভেশন ফেয়ার ২০১৯		WCIT 2019, Armenia
	নভেম্বর			Web-Summit 2019, Lisbon.
	ডিসেম্বর	ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৯		
২০২০	জানুয়ারি	ইন্টারনেট সপ্তাহ ২০২০	ন্যাশনাল হাইস্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০২০	
	ফেব্রুয়ারি	বেসিস সফট এক্সপো ২০২০		
	মার্চ	ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০		
	এপ্রিল	বিপিও সামিট ২০২০	'মুজিব বর্ষ ২০২০' উদযাপন	
	মে			জাপান আইটি উইক স্প্রিং ২০২০
	জুন			ICPC World Finals 2020, Russia
	জুলাই			Customer Contact Week (CCW) 2020, USA
	আগস্ট			
	সেপ্টেম্বর			WCIT 2020, Malaysia
	অক্টোবর			
	নভেম্বর			
	ডিসেম্বর	ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০		
	জানুয়ারি			
২০২১	ফেব্রুয়ারি			
	মার্চ			
	এপ্রিল			ICPC World Finals 2021, Bangladesh
	মে			জাপান আইটি উইক স্প্রিং ২০২১
	জুন			
	জুলাই			
	আগস্ট			
	সেপ্টেম্বর			
	অক্টোবর			
	নভেম্বর			
	ডিসেম্বর	ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১		WCIT 2021, Bangladesh

Memorendum of Understanding (MoU) of ICT Division with other countries

ICT division is working relentlessly to expand the use of information and communication technology throughout the country. To speed up the activities of building digital Bangladesh ICT division and five organizations under the division are taking different collaboration and cooperation initiatives with other countries. Till the year 2019, ICT division has signed 16MoUs with different countries like China, India, Sri-Lanka, Cambodia, Singapore and Denmark.

Signed MoUs of ICT Division with different countries:

Srl.	Date of Signing MoU & Country Name	Parties of the MoU	Issues
01	10-09-2019 Bangladesh-Singapore	MoU between Nanyang Polytechnic International (NYPi) of Singapore; 'a2i-Innovate for All' and Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) Bangladesh.	Sharing knowledge, expertise and methodology on skills development.
02	29.05.2019 Bangladesh-Denmark	Memorandum of Understanding between Economic Relations Division (ERD), The Ministry of Finance, and ICT Division, Bangladesh and The Embassy of Denmark	Regarding Development and Feasibility Study of the Project-titled "Digitalization and Development of Islands along Bay of Bengal and Haor Areas"
03	23-10-2018 Bangladesh-Peru	MoU between The National Institute of Statistics and Informatics(INEI) Peru and a2i-innovate for all Programme of the Information and Communication Technology (ICT) Division, Bangladesh.	Establishing a framework of cooperation in monitoring SDGs, different data initiatives and other national development initiatives that make the governments more innovative towards citizen-centric public service delivery
04	13.03.2018 Bangladesh-Singapore	MoU between National University of Singapore acting through its Institute of Systems Science, Singapore e-Government Leadership Centre and Information and Communication Technology Division, Bangladesh.	Capacity building, Consultation, Innovation, Enterprise Architecture, service design and delivery etc.
05	11-01-2018 Bangladesh-Switzerland	MoU between The Global Apprenticeship Network (GAN) Switzerland and a2i- innovate for all Programme of the Information and Communication Technology (ICT) Division, Bangladesh.	Sharing knowledge and expertise on apprenticeship
06	04.12.2017 Bangladesh-Cambodia	MoU between the Government of the People's Republic of Bangladesh and The Government of the Kingdom of Cambodia	Co-operation in the Field of Information and Communications Technology
07	14.07.2017 Bangladesh-Sri Lanka	MoU between Information and Communication Technology Division, Bangladesh & The Ministry of Telecommunications and Digital Infrastructure, the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.	Co-operation in the field of Information and Communication Technology and Related Industry
08	08.04.2017 Bangladesh-India	MoU between The Bangladesh Government Computer Incident Response Team (BGD e-Gov CIRT), Bangladesh Computer Council and The Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) Ministry of Electronics and Information Technology, Republic of India.	Cooperation in the area of Cyber Security

Srl.	Date of Signing MoU & Country Name	Parties of the MoU	Issues
09	08.04.2017 Bangladesh-India	MoU between Information and Communication Technology Division, Bangladesh and The Ministry of Electronics and Information Technology of the Government of the Republic of India	Co-operation in the field of Information Technology and Electronics.
10	14.10.2016 Bangladesh-China	MoU between National Development and Reform Commission (NDRC) of the People's Republic of China and Information and Communication Technology (ICT) Division, Bangladesh.	Strengthening the Development of Information Silk Road for Information Connectivity
11	14.10.2016 Bangladesh-China	MoU between Ministry of Industry & Information Technology, the Peoples Republic of China and Information and Communication Technology (ICT) Division, Bangladesh	Co-operation in Information and Communication Technology.
12	29-07-2016 Bangladesh - Bhutan	MoU between The Department of Information Technology & Telecom, Bhutan and a2i Programme of the Information and Communication Technology (ICT) Division, Bangladesh.	Establishing a framework of cooperation on transferring services to make the governments more citizen-centric through the use of technology.
13	11-09-2015 Bangladesh-Sweden	MoU between a2i-Innovate for All Bangladesh and LIFE Academy, Sweden	Regional workshop on ICT4D & ICT4E and pedagogical development. Networking among the educational professional, teachers and Governement official, Knowledge sharing and capacity development. Joint research, joint publication, joint different Off shore and On shore event organization etc.
14	04.08.2015 Bangladesh-China	MoU between DoICT of ICT Division Bangladesh and China Railway International Group Co. Ltd., China.	Establishing Digital Connectivity
15	09-04-2015 Bangladesh-Australia	MoU between Griffith University, Australia and a2i- innovate for all Programme of the Information and Communication Technology (ICT) Division, Bangladesh.	Establishing a framework of cooperation to improve service delivery through ICT and innovation
16	12-02-2015 Bangladesh - Maldives	MoU between National Center for Information and Technology, Maldives and a2i Programme of the Information and Communication Technology (ICT) Division, Bangladesh.	Establishing a framework of cooperation on transferring services delivery to make the governments more citizen-centric through the use of technology.

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লক্ষ্য অর্জন করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতার ৭০ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা, সুদূরপ্রসারি কৌশল ও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

- নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.১.১। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হবে। এসডিজি লক্ষ্য- ১৬.৬, ১৬.৭	১. পলিসি তৈরি বা রাষ্ট্রীয় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনলাইন টুলের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতির প্রচলন	১.১ সংসদীয় কমিটিসমূহ শক্তিশালীকরণের জন্য e-petitioning system তৈরি ও বাস্তবায়ন ২.১ সংসদের প্রশ্ন-উত্তরের অটোমেশন ও তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। ৩.১ E-parliament তৈরি ও বাস্তবায়ন	১.১.১ সিস্টেম চালুকৃত	নাগরিক এবং জনপ্রতিনিধি বিশেষত সংসদ সদস্যগণের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাপস্ উন্নয়ন	সংসদীয় কমিটিসমূহ শক্তিশালীকরণের জন্য e-petitioning system তৈরি ও বাস্তবায়ন	সংসদের প্রশ্ন উত্তরের অটোমেশন ও তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া।	E-parliament তৈরি ও বাস্তবায়ন	E-parliament হস্তান্তর	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
৩.১.১। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হবে এবং সংবিধান হবে রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ দলিল। এসডিজি লক্ষ্য- ১৬.৩, ১৬.৬, ১৬.৭	১. পলিসি তৈরি বা রাষ্ট্রীয় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনলাইন টুলের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতির প্রচলন	১.১ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার বাতায়ন আরও কার্যকরি করা এবং সিটিজেন চার্টার এর সাথে সংযুক্ত রাখা	১.১.১ গ্রহণকৃত অভিযোগ নিস্পত্তির হার	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
	২. E-parliament তৈরি ও বাস্তবায়ন	২.১ ৩০০ সংসদীয় আসন অনুসারে উন্নয়ন ট্র্যাকার তৈরি করা	২.১.১ উন্নয়ন ট্র্যাকার প্রস্তুতকৃত	৫০%	১০০%	-	-	-	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এটুআই

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.২.২। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা হবে। এসডিজি লক্ষ্য- ১৬.৩, ১৬.৬, ১৬.১০	১. বিচার বিভাগীয় বাতায়ন তৈরি এবং হালনাগাদকরণ ২. ই-কোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি	১.১ বিচার বিভাগীয় বাতায়নে নতুন ফিচার সংযোজন	১.১.১ নতুন ফিচার সংযুক্ত	-	৫০%	১০০%	-	-	এটুআই
		২.১ মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম ই-মোবাইল কোর্টে রূপান্তর করা	২.১.১ ই-মোবাইল কোর্টের হার	৫০%	৬০%	৭০%	৮০%	১০০%	এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩.৩ আধুনিক এবং প্রযুক্তি নির্ভর প্রশাসন তৈরি এসডিজি লক্ষ্য- ৯.গ, ১৬.৫, ১৬.৬, ১৭.৮	১. সরকারি কর্মচারীদের ICT বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১.১ সরকারি কর্মচারীদের ICT বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ	১.১.১ ICT বিষয়ক ট্রেনিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি	ট্রেনিং প্ল্যাটফর্ম তৈরি।	-	-	-	-	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
			১.১.২ প্রশিক্ষিত কর্মচারী	৩০০ জন	৫০০ জন	১৫০০ জন	২০০০ জন	৫০০০ জন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
	২ . ICT বিষয়ক Foundation Training	২ .১ Foundation Training	২.১.১ প্রশিক্ষিত কর্মচারী	১০০ জন	৫০০ জন	১০০০ জন	১৫০০ জন	২০০০ জন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
	৩. আইসিটি সার্ভিস গঠন	৩.১ আইসিটি সার্ভিস গঠন	৩.১.১ গঠিত আইসিটি সার্ভিস	আইসিটি সার্ভিস নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য অংশীজনের সাথে মতবিনিময়	আইসিটি সার্ভিস নীতিমালা প্রণয়ন।	আইসিটি সার্ভিস নীতিমালার আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ।	-	-	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
	৪. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি অফিস স্থাপনসহ ই-গর্ভনমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন ।	৪.১ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অফিস স্থাপনসহ ই-গভার্নেন্স বাস্তবায়নের ICT Future Hub প্রকল্প প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণ।	৪.১.১ স্থাপিত ICT Future Hub	ICT Future Hub প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ।	ই-গভার্নেন্স বাস্তবায়নের ICT Future Hub স্থাপনের প্রকল্প প্রণয়ন ও কার্যক্রম শুরু।	ই-গভার্নেন্স কার্যক্রম বিস্তারের লক্ষ্যে ৫০টি জেলা/ উপজেলায় অফিস স্থাপন।	ই-গভার্নেন্স কার্যক্রম বিস্তারের লক্ষ্যে ১০০টি জেলা/ উপজেলায় অফিস স্থাপন।	ই-গভার্নেন্স কার্যক্রম বিস্তারের লক্ষ্যে ২০০ টি জেলা/ উপজেলায় অফিস স্থাপন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
	৫. ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা তৈরি	৫.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন।	৫.১.১ তৈরিকৃত ই-সেবা	৫টি	১০টি	১০টি	১৫টি	২০টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
			৫.১.২ অনুষ্ঠিত কর্মশালা	৫০টি	৫০টি	১০০টি	১০০টি	১০০টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.৩.১ একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ দুর্নীতিমুক্ত দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এসডিজি লক্ষ্য- ৯.গ, ১৬.৬, ১৭.৮	১. ডিজিটাল নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	৫.২ ই-সেবা প্রস্তুতে সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি	৫.২.১ প্রশিক্ষিত কর্মচারী	৩,০০০ জন	৫,০০০ জন	৮,০০০ জন	১০,০০০ জন	১৫,০০০ জন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
		১.১ ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র ভবন স্থাপন	১.১.১ নির্মিত ভবন	জমির বরাদ্দ গ্রহণ	লে-আউট ও নকশা প্রণয়ন এবং সমীক্ষা সম্পন্নকরণ	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন	৫% ভবন নির্মাণ সম্পন্ন	২০% ভবন নির্মাণ সম্পন্ন	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
		১.২ ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি (ক্ষমতা ও কার্যাবলি) বিধিমালা প্রণয়ন	১.২.১ প্রণীত বিধিমালা	বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন	খসড়া বিধিমালার চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ	-	-	-	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
		১.৩ Forensic lab accreditation rules প্রণয়ন এবং ল্যাবসমূহের ইনফরমেশন অডিট সম্পন্নকরণ	১.৩.১ প্রণীত rules/ বিধিমালা	খসড়া প্রণয়ন	বিধিমালা চূড়ান্তকরণ	Forensic lab সমূহের accreditation প্রদান	Forensic lab সমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	Forensic lab সমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
			১.৩.২ অডিট কার্যক্রম সম্পন্নকৃত	খসড়া প্রণয়ন	অডিট প্রতিষ্ঠানের খসড়া তালিকা প্রস্তুত	অডিট প্রতিষ্ঠানের খসড়া তালিকা অনুমোদন	২টি অডিট সম্পন্ন	৩টি অডিট সম্পন্ন	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
		১.৪ ডেটা প্রাইভেসি এন্ড প্রটেকশন বিধিমালা প্রণয়ন	১.৪.১ প্রণীত বিধিমালা	খসড়া প্রণয়ন	খসড়া বিধিমালা চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ	বিধিমালা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	বিধিমালা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	বিধিমালা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
		১.৫ Critical Information Infrastructure (CII) এর ইনফরমেশন অডিট সম্পন্নকরণ	১.৫.১ অডিট সম্পন্নকৃত প্রতিষ্ঠান	CII চিহ্নিতকরণ	ইনফরমেশন অডিট সম্পন্নকরণের মানদণ্ড নির্ধারণ	২টি অডিট সম্পন্ন	৩টি অডিট সম্পন্ন	৫টি অডিট সম্পন্ন	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
		১.৬ সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা অনলাইন কোর্স প্রণয়ন	১.৬.১ চালুকৃত কোর্স	কন্টেন্ট তৈরি এবং কোর্স চালুকরণ	২০% সরকারি কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন	৪০% সরকারি কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন	৭০% সরকারি কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন	৯০% সরকারি কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
		১.৭ Critical Information Infrastructure এ কর্মরত কর্মকর্তাগণের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম আয়োজন	১.৭.১ প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা	প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও অনুমোদন	২০ জন	৪০ জন	৪০ জন	৮০ জন	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
		১.৮ সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন	১.৮.১ আয়োজিত সেমিনার/ কর্মশালা	১টি	৩টি	৩টি	৪টি	৪টি	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
৩.৩.১: একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত, দেশপ্রেমিক, গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এসডিজি লক্ষ্য - ৯.গ, ১৬.৫, ১৬.৬, ১৭.৮	১. তৃণমূল পর্যায়ে উন্নত আইসিটি অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রবেশাধিকার সহজগম্য করা।	১.১. দেশব্যাপী ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যন্ত সরকারি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ।	১.১.১ স্থাপিত ফাইবার ক্যাবল ও সংযোগকৃত ইউনিয়ন	ক) ১৮৫০০ কি.মি. ফাইবার ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে ২৬০০ ইউনিয়ন পরিষদে সংযোগ স্থাপন ও ওয়াইফাই জোন স্থাপন।	ক) সংযোগকৃত ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের জন্য ইন্টারনেট সেবা অব্যাহত রাখা ও নেটওয়ার্ক কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা;	ক) সংযোগকৃত ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের জন্য ইন্টারনেট সেবা অব্যাহত রাখা ও নেটওয়ার্ক কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা;	ক) সংযোগকৃত ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের জন্য ইন্টারনেট সেবা অব্যাহত রাখা ও নেটওয়ার্ক কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা।	ক) সংযোগকৃত ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের জন্য ইন্টারনেট সেবা অব্যাহত রাখা ও নেটওয়ার্ক কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা; অব্যহত রাখা;	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
				খ) ১০০০ পুলিশ স্টেশন একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় সংযুক্তকরণ।	খ) একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় ১০০০ পুলিশ স্টেশনের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান।	খ) একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় ১০০০ পুলিশ স্টেশনের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান।	খ) একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় ১০০০ পুলিশ স্টেশনের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান।	খ) একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় ১০০০ পুলিশ স্টেশনের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান।	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
		২.১ দেশব্যাপী ফাইবের ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে সারাদেশে দেশের ৭৭২টি দুর্গম ইউনিয়নকে সরকারী নেটওয়ার্কের আওতায় আনা	২.১.১ সংযোগকৃত ইউনিয়ন	ক) ৭৭২টি ইউনিয়নে ফাইবার (৫১০০কিমি ভূ-গর্ভস্থ লাইন, ৩০০০ কিমি ওভার হেড লাইন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেডিও লিংক) নেটওয়ার্ক স্থাপন।	ক) সংযোগকৃত ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের জন্য ইন্টারনেট সেবা অব্যহত রাখা।	ক) সংযোগকৃত ইউনিয়নে নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ ও ওয়াইফাই জোন স্থাপন।	ক)সংযোগকৃত ইউনিয়ন পরিষদে ১০০% জনগণের জন্য ইন্টারনেট সেবা অব্যাহত রাখা।	ক) ৭৭২টি ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের জন্য ইন্টারনেট সেবা অব্যাহত রাখা।	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
		১.৩ দেশের বিভিন্ন স্থানে ফ্রি ওয়াইফাই জোন তৈরি	১.৩.১ তৈরিকৃত ফ্রি ওয়াইফাই জোন	ক) সিলেট ও কক্সবাজারে ২০০টি ফ্রি ওয়াইফাই জোন তৈরি;	ক) সিলেট ও কক্সবাজারে ১০০টি ফ্রি ওয়াইফাই জোন তৈরি;	ক) ওয়াইফাই -এর মাধ্যমে জনগণের জন্য ইন্টারনেট সেবা অব্যাহত রাখা।	ক) ওয়াইফাই -এর মাধ্যমে জনগণের জন্য ইন্টারনেট সেবা অব্যাহত রাখা।	ক) ওয়াইফাই -এর মাধ্যমে জনগণের জন্য ইন্টারনেট সেবা অব্যাহত রাখা।	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
	২. সরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনসাধারণের নিকট ডিজিটাল পদ্ধতিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।	২.১ Integrated e-Government এর জন্য e- Government leadership Center স্থাপন।	২.১.১ স্থাপিত সেন্টার/ প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা	ক) Whole of government approach ব্যবহার করে e-gov leadership প্রশিক্ষণ ডিজাইন প্রস্তুত খ) Extend cyber security to the government digital assets.	ক) e-Government leadership Center স্থাপন খ) ইউনিফর্ম গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য (1) Infrastructure as a Service (IAAS), (2) Platform as a Service (PAAS) and (3) Software as a Service স্থাপন।	ক) সরকারি ডিজিটাল সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে একটি নিরবিচ্ছিন্ন আন্তসংযুক্ত shared system এর উন্নয়ন; ও জনগণকে ই-সেবা প্রদান। -	ক) সরকারের ভিতরে Bangladesh National Digital Architecture এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ সম্প্রসারণ ও জনগণকে ই-সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা। -	ক) সরকারের ভিতরে Bangladesh National Digital Architecture এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ সম্প্রসারণ ও জনগণকে ই-সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা। -	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
		২.২ জাতীয় ডাটা সেন্টার (টায়ার ৩ ও টায়ার ৪) এর মাধ্যমে সরকারী ডিজিটাল সেবার সম্প্রসারণ	২.২.১ হোস্টিংকৃত ওয়েবসাইট ও এপ্লিকেশন সংখ্যা	ক) ২০টি ওয়েবসাইট খ) ৩০টি অ্যাপ্লিকেশন	ক) ২০টি ওয়েবসাইট খ) ৪০টি অ্যাপ্লিকেশন	ক) ৩০টি ওয়েবসাইট খ) ৫০টি অ্যাপ্লিকেশন	ক) ২০টি ওয়েবসাইট খ) ৬০টি অ্যাপ্লিকেশন	ক) ১০টি ওয়েবসাইট খ) ৬০টি অ্যাপ্লিকেশন	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
		২.৩ সফটওয়্যারের কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার এর গুণগত মান পরীক্ষা	২.৩.১ টেষ্টকৃত সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার এর সংখ্যা।	ক) ২৫টি সফটওয়্যার খ) ১০টি হার্ডওয়্যার	ক) ৩৫টি সফটওয়্যার খ) ২০টি হার্ডওয়্যার	ক) ৫০টি সফটওয়্যার খ) ৩০টি হার্ডওয়্যার	ক) ৬০টি সফটওয়্যার খ) ৪০টি হার্ডওয়্যার	ক) ৩৫টি সফটওয়্যার খ) ২০টি হার্ডওয়্যার	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
		২.৪. দেশের পৌরসভা সমূহে e-municipility স্থাপন	২.৪.১ স্থাপিত e-municipility এর সংখ্যা ও e-municipility এর জন্য তৈরিকৃত ই-সেবা	ক) ১০টি e-municipility খ) ৪টি ই-সেবা	ক) দেশের ১০টি পৌরসভায় e-municipility খ) ২টি ই-সেবা	ক) ১৫টি e-municipility খ) ২টি ই-সেবা	ক) ২০টি e-municipility খ) ২টি ই-সেবা	ক) ৪০টি e-municipility খ) সমস্ত ই-সেবাসমূহের ইন্ট্রিগ্রেশন	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
	৪. দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	৪.১ বিসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে আইটি/ আইটিইএস সেক্টরের চাহিদা সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন	৪.১.১ আইটি/ আইটিইএস সেক্টরের চাহিদা সম্পন্ন ল্যাবের সংখ্যা	ক) প্রকল্প ডিজাইন ও অনুমোদন।	ক) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আঞ্চলিক কার্যালয়ের ল্যাবসমূহকে সর্বাধুনিক সুবিধাসম্বলিত ল্যাবে উন্নীত করা।	ক) আধুনিক কারিগরী সুবিধাসম্পন্ন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন।	ক) লোকাল হোস্টিং সুবিধা সম্বলিত মিনি ডাটা সেন্টার তৈরী করা ও আইটি/আইটিই এস সেক্টরের ছোট উদ্দেক্তা ফ্রি-ল্যান্সারদের জন্য উচ্চ গতির ইন্টারেনেট সুবিধা প্রদান।	ক) আধুনিক সুবিধাসম্বলিত প্রযুক্তি ল্যাব ও সফটওয়্যার ফিনিশিং স্কুল স্থাপন করা করা।	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.৩.১: একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত, দেশপ্রেমিক, গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত থাকবে। এসডিজি লক্ষ্য- ১৭.৮	১. সরকারি কর্মকর্তাদের ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	১.১ সকল সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ব্যবহার-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান	১.১.১ প্রশিক্ষিত কর্মকর্তার সংখ্যা	৭০০ জন	৭০০ জন	৭০০ জন	৭০০ জন	৭০০ জন	সিসিএ কার্যালয়
৩.৩.১ একটি আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর, দক্ষ দুর্নীতিমুক্ত দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত থাকবে। এসডিজি লক্ষ্য- ১৭.৮, ৮.৬, ৯.২	১. উদ্ভাবনী সংস্কৃতি চলমান রাখা ও আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য সংস্থার ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা। ২. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অগ্রগামী কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে তাঁদের দ্বারা দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী-দের প্রশিক্ষণ প্রদান	১.১ উদ্ভাবনী আইডিয়ার ফান্ড নিশ্চিত করা ১.২ উদ্ভাবনী প্রকল্পকে সরকারি দপ্তরের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে উন্নীতকরণ ২.১ সরকারি কর্মকর্তাদের জনমুখী উদ্ভাবন সম্পর্কে ধারণা প্রদান	১.১.১ ফান্ড প্রাপ্ত আইডিয়ার সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত) ১.২.১ জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত প্রকল্পের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত) ২.১.১ জনমুখী উদ্ভাবন সম্পর্কে ধারণা অর্জনকৃত সরকারি কর্মকর্তার সংখ্যা(ক্রমপুঞ্জীভূত)	৫০ টি ৫ টি ২,০০০ জন	১৫০ টি ১৫ টি ৫,০০০ জন	৩০০ টি ৩০ টি ১০,০০০ জন	৪০০ টি ৪৫ টি ১৫,০০০ জন	৫০০ টি ৭৫ টি ২০,০০০ জন	এটুআই

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
	৩. সরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনসাধারণের নিকট ডিজিটাল পদ্ধতিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।	৩.১ সেবার সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যে সেবা পয়েন্ট স্থাপন করা	৩.১.১ সেবা পয়েন্ট স্থাপিত (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৫৬০০ টি	৬৬০০ টি	৭৬০০ টি	৮৬০০ টি	১০,০০০ টি	এটুআই
	৪. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে জনগণ যাতে সকল সেবাসমূহ এক স্থান হতে গ্রহণ করতে পারে এ লক্ষ্যে সকল ই-সেবাসমূহের সমন্বয়ে একটি একক প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুতকরণ	৪.১ এক সেবা পোর্টাল চালু করা যেখানে সকল ধরণের সরকারি সেবার সম্মিলন থাকবে	৪.১.১ এক সেবা পোর্টালে প্রাপ্ত সেবার সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	২০০ টি	৫০০ টি	১,০০০ টি	১,২০০ টি	১,৫০০ টি	
		৪.২ সরকারি সেবার সহজীকরণ	৪.২.২ সহজীকরণকৃত সেবার সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৭০০ টি	১,১০০ টি	১,৫০০ টি	১,৮০০ টি	২,২০০ টি	
		৪.৩ জাতীয় তথ্য বাতায়নকে সেবা অভিগম্য প্ল্যাটফর্মে উন্নীতকরণ	৪.৩.১ জাতীয় তথ্য বাতায়নে সক্রিয় অফিসের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৫,০০০ অফিস	৮,০০০ অফিস	১০,০০০ অফিস	১৩,০০০ অফিস	১৫,০০০ অফিস	
৩.৩.২। নিশ্চিত করা হবে প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা,	১. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সারাদেশে বাস্তবায়ন	১.১ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার বাতায়ন আরও কার্যকর করা এবং সিটিজেন চার্টারের সঙ্গে সংযুক্ত করা।	১.১.১ অভিযোগ নিস্পত্তির হার	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
ন্যায়পরায়ণতা এবং সেবাপরায়ণতা। প্রশাসনের দায়িত্ব হবে নির্ধারিত নীতিমালা ও নির্বাহী নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন। এসডিজি লক্ষ্য- ১৬.৫, ১৬.৬, ১৬.৭	২. স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সেবাপরায়ণতার ওপর কর্মকর্তাদের ত্রৈমাসিক এসেসমেন্ট পরিচালনা ও পুরস্কৃত করা এবং তা পাবলিক পোর্টালে প্রকাশ করা। সকল অফিসের তথ্যাবলি জাতীয় তথ্য বাতায়নে উন্মুক্তকরণ	২.১ জাতীয় তথ্য বাতায়নকে সেবা অভিগম্য প্ল্যাটফর্মে উন্নীতকরণ	২.১.১ সেবা অভিগম্য জাতীয় তথ্য বাতায়ন-অফিসের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	১০,০০০ অফিস	১১,০০০ অফিস	১২,০০০ অফিস	১৩,০০০ অফিস	১৫,০০০ অফিস	এটুআই
৩.৩.৩ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সর্বপ্রকার হয়রানির অবসান ঘটানোর কাজ অব্যাহত থাকবে। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানা স্তর কঠোরভাবে সংকুচিত করা হবে। এসডিজি লক্ষ্য - ১৬.৫, ১৬.৭	১. সেবা আদান-প্রদানে একক আইডি প্রবর্তন এবং ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা বিধান।	১.১ সরকারের সকল দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একক নিরাপদ ই-মেইল আইডি প্রবর্তন।	১.১.১ তৈরীকৃত ই-মেইল একক আইডির পরিমান	ক) সরকারে কর্মরত ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার কর্মকর্তা খ) সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা সক্ষমতা বৃদ্ধি।	ক) সরকারে কর্মরত ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার কর্মকর্তা খ) সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা সক্ষমতা বৃদ্ধি।	ক) সরকারে কর্মরত ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার কর্মকর্তা খ) সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা সক্ষমতা বৃদ্ধি।	ক) সরকারে কর্মরত ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার কর্মকর্তা খ) সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা সক্ষমতা বৃদ্ধি।	ক) তৈরিকৃত ই-মেইল আইডিসমূহের নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণ। খ) সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা সক্ষমতা বৃদ্ধি।	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
		১.২ বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি কাস্টমাইজড "ইআরপি" সিস্টেম তৈরি	১.২.১ ইআরপি বাস্তবায়নকৃত দপ্তর ও তৈরিকৃত ইআরপি মডিউল	ক) ৪টি দপ্তরের জন্য ৯টি ইআরপি মডিউল উন্নয়ন।	ক) ৫টি দপ্তরের জন্য কাস্টমাইজড "ইআরপি" সিস্টেম বাস্তবায়ন।	ক) ৮টি দপ্তরের জন্য কাস্টমাইজড "ইআরপি" সিস্টেম বাস্তবায়ন।	ক) ১০টি দপ্তরের জন্য কাস্টমাইজড "ইআরপি" সিস্টেম বাস্তবায়ন।	ক) ১০টি দপ্তরের জন্য কাস্টমাইজড "ইআরপি" সিস্টেম বাস্তবায়ন।	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
৩.৩.৩ সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সর্বপ্রকার হয়রানির অবসান ঘটানোর কাজ অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানা স্তর কঠোরভাবে সংকুচিত করা হবে। এসডিজি লক্ষ্য- ১৬.ক, ১৬.১০, ১৭.৮	১. অবকাঠামো ও কারিগরি উন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।	১.১ ই-সার্ভিসসমূহে ও পরিচিতি নিশ্চিতে সিটিজেন ডাটাবেজের ব্যবহার শুরু।	১.১.১ সিস্টেম চালুকৃত	সিটিজেন সার্ভিস ডাটাবেজের ব্যবহার শুরু।	১। সিটিজেন সার্ভিস ডাটাবেজ সিস্টেমের ব্যাপক প্রচার। ২। সিটিজেন ডাটাবেজ সিস্টেম শক্তিশালীকরণে জনবল নিয়োগ। ৩। সকল ই-সার্ভিসসমূহে সিটিজেন ডাটাবেজের প্রক্রিয়া সহজীকরণ প্রকল্প -এর ডিপিপি প্রণয়ন (১০%)।	সকল ই-সার্ভিসসমূহে সিটিজেন ডাটাবেজের প্রক্রিয়া সহজীকরণ প্রকল্প শুরু (৪০%)।	সকল ই-সার্ভিসসমূহে সিটিজেন ডাটাবেজের প্রক্রিয়া সহজীকরণ প্রকল্প চলমান (৭০%)।	সকল ই-সার্ভিসসমূহে সিটিজেন ডাটাবেজের প্রক্রিয়া সহজীকরণ প্রকল্প শেষ (১০০%)।	সিসিএ কার্যালয়

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
		১.২ Unique Identification Agency-এর কাজ শুরু।	১.২.১ Agency চালুকৃত	Unique Identification Agency- এর অর্গানোগ্রাম, আইন, বিধি চূড়ান্তকরণ।	Unique Identification Agency- এর অর্গানোগ্রাম, আইন, বিধি, গেজেট, নোটিফিকেশন করা।	Unique Identification Agency-এর কাজ শুরু।	১.২ Unique Identification Agency- এর মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান।	১.২ Unique Identification Agency- এর মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান।	সিসিএ কার্যালয়
		১.৩ ই-সার্ভিস/ ডিজিটাল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও জনগনকে ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদানের জন্য NOC স্থাপন।	১.৩.১ সিস্টেম চালুকৃত	ই-সার্ভিস/ ডিজিটাল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও জনগনকে ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদানের জন্য NOC স্থাপন।	জনগণকে ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান (৭০০০ জন)।	জনগণকে ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান (৭০০০ জন)।	জনগণকে ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান (৭০০০ জন)।	জনগণকে ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান (৭০০০ জন)।	সিসিএ কার্যালয়

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.৩.৩ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সর্বপ্রকার হয়রানির অবসান ঘটানোর কাজ অব্যাহত থাকবে। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানা স্তর কঠোরভাবে সংকুচিত করা হবে।	১. সরকারের সকল দপ্তরকে ই-ফাইলের আওতায় আনা এবং ই-ফাইলের ১০০% ব্যবহার নিশ্চিত করা।	১.১ ১০০% সরকারি দপ্তরকে ই-ফাইলের আওতায় নিয়ে আসা	১.১.১ ই-ফাইলের আওতায় সরকারি অফিসের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	১০,০০০ অফিস	১১,০০০ অফিস	১২,০০০ অফিস	১৩,০০০ অফিস	১৯,০০০ অফিস	এটুআই
	২. সরকারি সকল সেবা সহজীকরণ।	২.১ সরকারি সেবার সহজীকরণ করা	২.১.১ সহজীকরণকৃত সরকারি সেবার সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জী-ভূত)	৭০০ টি	১,১০০ টি	১,৫০০ টি	১,৮০০ টি	২,২০০ টি	
এসডিজি লক্ষ্য- ৫.খ, ১০.৬, ১৬.৫, ১৬.৭	৩. সরকারি সকল সেবা অনলাইনে প্রদান।	৩.১ এক সেবা সরকার পোর্টাল চালু করা যেখানে সকল ধরণের সরকারি সেবার সম্মিলন থাকবে	৩.১.১ অনলাইনে সরকারি সেবার সংখ্যা সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	২০০ টি	৫০০ টি	১,০০০ টি	১,২০০ টি	১,৫০০ টি	
৩.৩.৪ নিয়মানুবর্তী এবং জনগণের সেবক হিসেবে প্রশাসনকে গড়ে তোলার কাজ অগ্রসর করে নেওয়া হবে।	৪. সহজে, দ্রুত ও স্বল্প খরচে সেবা প্রদান নিশ্চিতে ডিজিটাল সেন্টারের সম্প্রসারণ	৪.১ ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন এবং এর সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪.৪.১ ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা। (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৫,৬০০ টি	৬,৬০০ টি	৭,৬০০ টি	৮,৬০০ টি	১০,০০০ টি	
এসডিজি লক্ষ্য- ১৬.৫, ১৬.৬, ১৬.৭	১. এম্প্যাথি ট্রেনিং সম্প্রসারণ	১.১ সরকারি কর্মকর্তাকে জনমুখী সেবা সম্পর্কে ধারণা প্রদান	১.১.১ এম্প্যাথি ট্রেনিং গ্রহণকৃত কর্মকর্তার সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	২,০০০ জন	৫,০০০ জন	১০,০০০ জন	১৫,০০০ জন	২০,০০০ জন	

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.৬.১ আগামীতে জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির প্রতি সরকারের দৃঢ় অবস্থান থাকবে। এসডিজি লক্ষ্য - ৩.৫, ১৬.ক	১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে সক্ষমতা উন্নয়ন এবং গবেষণা;	১.১ তথ্য নিরাপত্তা এজেন্সী ও ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ভিত্তিক অপরাধের তদন্ত আধুনিকায়ন ও সাইবার নিরাপত্তা ইকোসিস্টেম উন্নয়ন	১.১.১ স্থাপিত ২০০০ ল্যাব	ক) প্রকল্প প্রস্তাব ডিজাইন ও অনুমোদন	ক) অবকাঠামো উন্নয়ন ২০% খ) জনবল প্রশিক্ষণ ২৫%	ক) অবকাঠামো উন্নয়ন ৪০% খ) জনবল প্রশিক্ষণ ২৫%	ক) অবকাঠামো উন্নয়ন ৪০% খ) জনবল প্রশিক্ষণ ৫০%	একটি সুরক্ষিত সাইবার ইকোসিস্টেম তৈরি করা।	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
			১.১.২ প্রশিক্ষিত জনবল;		৫০০	৫০০	১০০০	-	
৩.৬.১ আগামীতে জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির প্রতি সরকারের দৃঢ় অবস্থান থাকবে। এসডিজি লক্ষ্য - ৩.৫, ১৬.ক	১. জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে অডিও/ভিডিও ও অন্যান্য কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণ	১.১ কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণ	১.১.১ কন্টেন্ট প্রস্তুতকৃত (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৫০ টি	১০০ টি	১৫০ টি	২০০ টি	২৫০ টি	এটুআই

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.৬.৩ সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখল, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বন্ধে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হবে। এসডিজি লক্ষ্য- ১৬.৬, ১৬.ক	১. সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখল, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই রোধে স্মার্ট সিটি তৈরি করা;	১.১ দেশের বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ শহরকে স্মার্ট সিটিতে রূপান্তর	১.১.১ রূপান্তারিত স্মার্ট সিটি	ক) সিলেট শহর-এ Smart City-এর মাধ্যমে সার্ভিলেন্স সিস্টেমসহ ই-সেবা উন্নয়ন ৫০%।	ক) সিলেট শহর-এ Smart City-এর মাধ্যমে সার্ভিলেন্স সিস্টেমসহ ই-সেবা উন্নয়ন ১০০%।	ক) রাজশাহী শহরে স্মার্ট সিটির সুবিধা বাস্তবায়ন।	ক) ময়মনসিংহ শহরে স্মার্ট সিটির সুবিধা বাস্তবায়ন।	খ) রংপুর শহরকে স্মার্ট স্মার্ট সিটির সুবিধা বাস্তবায়ন	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
	২. তথ্য চুরি, হ্যাকিং, ম্যালওয়্যার প্রতিরোধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ডিভাইস তৈরিতে পৃষ্ঠপোষণা প্রদান।	২.১.১ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-প্রযুক্তি অবকাঠামো Critical Information Infrastructure (CII) সমূহকে উদ্ভূত সাইবার ঝুঁকি বিষয়ে সতর্কীকরণ ও রক্ষা করা;	২.১.১ নিরাপদকৃত তথ্য-প্রযুক্তি অবকাঠামো	ক) প্রকল্প ডিজাইন ও অনুমোদন।	ক) জাতীয় ডাটা সেন্টারে রক্ষিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডারকে সাইবার নিরাপত্তা বিধানে প্রযুক্তি অবকাঠামো স্থাপন।	ক) BGD-eGov CIRT-এর সক্ষমতা উন্নয়ন	ক) Incoming ও Outgoing ইন্টারনেট ট্রাফিক মনিটরিং;	ক) Incoming ও Outgoing ইন্টারনেট ট্রাফিক মনিটরিং;	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
		২.১.২ সাইবার নিরাপত্তা কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কম্পিউটার Incident Management ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি; এবং Incoming ও Outgoing ইন্টারনেট ট্রাফিক মনিটরিং; এবং সরকারি দপ্তরে সাইবার নিরাপত্তা-বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।				খ) কম্পিউটার Incident Management ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি।	খ) সরকারি দপ্তরে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।	খ) সরকারি দপ্তরে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
৩.৭.৪ নগর ও শহরে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং নগর ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অধিকতর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। এসডিজি লক্ষ্য- ১.৪	১. নাগরিক সেবা প্রদানে অনলাইনভিত্তিক সেবা সিস্টেম প্রবর্তন	১.১ ১০০% ই-মিউটেশন সেবার আওতায় সকল ভূমি অফিসকে নিয়ে আসা	১.১.১ সক্রিয় অফিসের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৩০০টি	৪০০টি	৪৮৫টি	-	-	এটুআই

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.৮.১ ২০১৯-২৩ সময়কালের লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচির সাথে সাথে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রাকে এমনভাবে সমন্বয় করা হবে, যাতে দেশ ধারাবাহিকভাবে সুদূরপ্রসারি লক্ষ্য অভিমূখে অগ্রসর হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ পালনকালে হবে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসাবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাড়াঁবে। এসডিজি লক্ষ্য - ৮.২, ৮.৪, ৮.৬	১. আইটি মেধা রপ্তানির লক্ষ্যে বিশ্ববাজারের চাহিদা সম্পন্ন মেধা প্রস্তুতকরণ	১.১ জাপানের আইটি শিল্প কাজের উপযোগী মানবসম্পদ তৈরি।	১.১.১ প্রশিক্ষিত আইটি জনবল এবং বিদেশে (জাপান) কর্মসংস্থান প্রাপ্ত জনবল।	ক) ১০০ জনের ৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান; খ) ১৬০ জন ITEE পরীক্ষার্থীদের quality improvement -এর জন্য ১২০ ঘন্টা মেয়াদী প্রশিক্ষণ।	ক) ৯০ জনকে ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ। খ) বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের সিএসই বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র, আইটি প্রফেশনাল ও ITEE পরীক্ষর্থীদের quality improvement এর লক্ষ্যে ৫২০ জনকে ১২০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ।	ক) ITEE পরীক্ষার্থীদের মান উন্নয়নের জন্য ১২০ ঘন্টা মেয়াদী ২৪০ জনকে প্রশিক্ষণ খ) ITEE পরীক্ষার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ৩টি সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/জব ফেয়ার আয়োজন।	ক) জাপানী ভাষা ও advanced technolgy এর উপর ৫০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান খ) প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ৩০টি সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/জব ফেয়ার আয়োজন।	ক) দক্ষতা উন্নয়নে Center of Excellence স্থাপন। খ) বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের সিএসই বিভাগে জাপানী ভাষা ল্যাব স্থাপন।	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
				গ) ৪০ জনকে ITEE পরীক্ষার মাস্টার ট্রেনার হিসেবে গড়ে তুলতে TOT প্রশিক্ষণ প্রদান	গ) ITEE পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান	গ) ITEE পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান	গ) ITEE পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান	গ) আইটি গ্রাজুয়েট ও পেশাজীবীদের বিদেশে কর্ম সংস্থান করার লক্ষ্যে একটি Gateway তৈরি	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
		১.২ বিশ্ব বাজারে প্রবেশের উপযোগী ২০ লক্ষ দক্ষ জনশক্তি তৈরি	১.২.১ দেশীয় তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানির প্রশিক্ষিত দক্ষ মানবসম্পদ	ক) তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের উপযোগী প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেশন ও এসেসমেন্ট পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা;	ক) ১৫০টি দেশীয় কোম্পানি	ক) ১৫০টি দেশীয় কোম্পানি	ক) ২০০টি দেশীয় কোম্পানি	ক) ২৫০টি দেশীয় কোম্পানি	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.৮.৪ ব্যাংক ও বীমা খাতের সেবা সম্প্রসারণ, দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।	১. বিশ্বের জনপ্রিয় ফিনটেক এবং ডিজিটাল সেবার আদলে দেশীয় উদ্যোগে তৈরি সেবা প্রসারে আর্থিক এবং কৌশলগত সুবিধা প্রদান করা।	১.১ সকল P2G পেমেন্ট অনলাইন এ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা	১.১.১ অনলাইনে প্রাপ্ত পেমেন্ট সেবার সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	১০ টি	১২০ টি	১৮০ টি	২৫০ টি	৩০০ টি	এটুআই
এসডিজি লক্ষ্য- ৮.১০		১.২ সকল G2P পেমেন্ট ডিজিটাল পেমেন্ট এর আওতায় নিয়ে আসা	১.২.১ সেবাগ্রহীতার সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	১৫ লক্ষ	৩০ লক্ষ	৬০ লক্ষ	৮০ লক্ষ	১ কোটি	এটুআই
৩.১১ দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এসডিজি লক্ষ্য- ৮.১,৮.২, ৮.৬, ৯.খ, ৯.গ	১. যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রযুক্তি জ্ঞানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করার জন্য "ডিজিটাল অপর্চুনিটি ফর ইয়ুথ" বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ।	১.১ যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রযুক্তি জ্ঞানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করার জন্য "ডিজিটাল অপর্চুনিটি ফর ইয়ুথ" বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ।	১.১.১ প্রশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়	-	-	২৫০ জন	৩৫০ জন	৪০০ জন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
			১.১.২ প্রশিক্ষিত স্মার্ট স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা	-	-	৩০০ জন	-	-	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
			১.১.৩ গবেষণা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি	-	জাতীয় গবেষণা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি।	বিভিন্ন সনদপত্রে ব্লকচেইন প্রযুক্তির প্রয়োগ।	-	-	

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
			১.১.৪ ডিজিটাল কিয়স্ক স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	-	১০টি সরকারি/ বেসরকারি	-	-	-	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
			১.১.৫ ই-কমার্স কনটেন্ট তৈরির সংখ্যা	-	-	৩০০টি	-	-	
৩.১১.৫ স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুগোপযোগী করতে কারিগরি শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অধিকতর বিনিয়োগ করা হবে। এসডিজি লক্ষ্য- ৪.৪	১. স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুগোপযোগী করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিবেচ্য বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা এবং শিক্ষার স্তর অনুসারে বিন্যস্ত করে প্রতিটি বিষয়ের কন্টেন্ট ডেভেলপ করা	১.১ ২০টি Microelectronics VLSI ল্যাব ও R&D কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।	১.১.১ প্রনীত প্রস্তাব এবং স্থাপিত VLSI ল্যাব ও R&D সেন্টার;	ক) প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ ও অনুমোদন।	-	ক) ৪টি VLSI ল্যাব ও R&D সেন্টার।	ক) ৬টি VLSI ল্যাব ও R&D সেন্টার।	ক) ৮টি VLSI ল্যাব ও R&D সেন্টার।	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
			১.১.২ ১০০ জন VLSI গবেষক তৈরি।	-	খ) ২টি VLSI ল্যাব স্থাপন।	খ) ২০ জন	খ) ৪০ জন	খ) ৪০ জন	

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.১১.৬ শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এসডিজি লক্ষ্য- ৮.৩, ৮.৫, ৮.৬	১. যুবদের বাজারমুখী কারিগরি দক্ষতা অর্জনে সহায়তা প্রদান	১.১ ।যুবদের বাজারমুখী দক্ষতা অর্জনের জ্ঞান নিশ্চিত করা	১.১.১ দক্ষতা অর্জনকৃত যুবদের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	১,৬০,০০০ জন	২,৬০,০০০ জন	৩,৬০,০০০ জন	৪,৬০,০০০ জন	৬,৬০,০০০ জন	এটুআই
		১.২ যুবদের কারিগরি ও ভোকেশনাল ক্যাম্পইন এর আওতায় নিয়ে আসা	১.২.১ ক্যাম্পইনে অংশগ্রহণকৃত যুবকদের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	২ মিলিয়ন	২ মিলিয়ন	৪ মিলিয়ন	৬ মিলিয়ন	১০ মিলিয়ন	এটুআই
৩.১১.৭ স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুগোপযোগী করতে কারিগরি শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অধিকতর বিনিয়োগ করা হবে। এসডিজি লক্ষ্য- ৪.৪	১. স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুগোপযোগী করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিবেচ্য বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরা এবং শিক্ষার স্তর অনুসারে বিন্যস্ত করে প্রতিটি বিষয়ের কন্টেন্ট ডেভেলপ করা	১.১ শিক্ষক বাতায়নের মাধ্যমে অনলাইন কনটেন্ট তৈরিতে শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ করা	১.১.১ প্রস্তুতকৃত কনটেন্ট এর সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	১০০০টি	২০০০টি	৫০০০০টি	৮০০০০টি	১১০০০০টি	এটুআই

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.১১.১৩ জাতীয় পর্যায়ে স্বল্প, মধ্যম ও উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের তথ্য সংবলিত একটি ইন্টিগ্রেটেড ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে। এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রয়োজন ও তরুণদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির জন্য আবেদন করার আহবান জানাতে পারবে। এসডিজি লক্ষ্য- ৮.৩	১. জাতীয় পর্যায়ে স্বল্প, মধ্যম ও উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের তথ্য সংবলিত একটি ইন্টিগ্রেটেড ডাটাবেইজ সংবলিত সিস্টেম প্রণয়ন এবং চাকুরি দাতা প্রতিষ্ঠান সমূহকে সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত রাখা	১.১ দক্ষতা বাতায়নের সাথে সকল জব পোর্টাল এবং চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠান সমূহকে সংযুক্ত করা	১.১.১ জব পোর্টাল এবং চাকুরিদাতা প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত	২০%	৪০%	৬০%	৮০%	১০০%	এটুআই
৩.১১.১৭ তরুণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা সম্ভাবনার ছাপ রাখতে সক্ষম হবে তাদের জন্য আর্থিক, প্রযুক্তি, উদ্ভাবনসহ অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি করা হবে। এসডিজি লক্ষ্য- ৯.৫	১. সেরা তরুণ আইসিটি উদ্যোক্তা নির্বাচন ও প্রণোদনা	১.১ সেরা তরুণ আইসিটি উদ্যোক্তা নির্বাচন ও প্রণোদনা প্রদান।	১.১.১ আইসিটি উদ্ভাবনী উদ্যোক্তার সংখ্যা	ক) একটি উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২৫টি পণ্য এবং ১০০ জন উদ্ভাবক তৈরি।	ক) একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা ও ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইনোভেশন পাইপলাইন তৈরি।	ক) স্টার্ট আপ উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ইনোভেশন পাইপলাইন তৈরি।	ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইনোভেশন পাইপলাইন সম্প্রসারণ।	ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইনোভেশন পাইপলাইন সম্প্রসারণ।	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.১২ নারীর ক্ষমতায়ন এসডিজি লক্ষ্য- ৫.খ, ৯.খ	১. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন।	১.১ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।	১.১.১ প্রশিক্ষিত নারী।	১০৫০০ জন	৩৫০০০ জন	১০০০০ জন	১০০০০ জন	১৫০০০ জন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
৩.১২.৪: শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। এসডিজি লক্ষ্য- ৫.১	১. সাইবার অপরাধ বিষয়ে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা।	১.১ বিভিন্ন সেমিনারের মাধ্যমে সারাদেশের ৮ম-১০ম শ্রেণির স্কুল ছাত্রীদের সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন করা।	প্রশিক্ষিত ছাত্রীর সংখ্যা	১০০০০ জন	১০০০০ জন	১০০০০ জন	১০০০০জন	১০০০০ জন	সিসিএ কার্যালয়

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.১৬ শিল্প উন্নয়নঃ ৩.১৬.১৩। বিভাগীয় শহরে আইটি শিল্প পার্ক স্থাপন এবং এসব পার্কে আগামী পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এসডিজি লক্ষ্য- ৯.২, ৮.৩, ৮.৬	১. হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠা (২৮ টি পার্ক)	১.১ বিভাগীয় শহরে হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠা	১.১.১ চালুকৃত হাই-টেক পার্ক	ঢাকার কালিয়াকৈর	খুলনা-কুয়েট, সিলেট ও রাজশাহী	চট্টগ্রাম-চুয়েট	ময়মনসিংহ, বরিশাল	রংপুর	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
		১.২ জেলা পর্যায়ে হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠা	১.২.১ চালুকৃত হাই-টেক পার্ক	০৩ টি	-	-	-	১৭ টি	
		১.৩ পার্কসমূহের কোম্পানির সংখ্যা (দেশি ও বিদেশি)	১.৩.১ বরাদ্দ প্রদানকৃত কোম্পানির সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৯৭টি	১২০টি	১৩০টি	১৫০টি	১৭০টি	
	২. বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাব ভিত্তিক গবেষণার সুযোগ তৈরি	২.১ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন	স্থাপিত ল্যাব সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	২১টি	২৭টি	২৯টি	৩৯টি	-	
	৩. প্রয়োজন ভিত্তিক দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও	৩.১ দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি	প্রশিক্ষিত জনবল সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	১১,৫০০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন	১৮৫০০	২৮৫০০	৩৮৫০০	৪০০০০	
	৪. কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি	৪.১ প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি	কর্মরত জনবল সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	১২০০০ কর্মসংস্থান	১৩০০০	২০০০০	৩০০০০	৫০০০০	

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
	৫. স্টার্ট আপ প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা	৫.১ বিনা মূল্যে অফিস স্পেস প্রদান ৫.২ বিনামূল্যে ইউটিলিটি সুবিধা প্রদান	স্টার্টআপ সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জিভূত)	১৩টি	৪৩টি	৮৩টি	১৩৩টি	২১৩টি	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
৩.১৮.১। শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ও তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষা পাঠক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞান আহরণ এবং দেশ ও জাতির অবিকৃত সত্য ইতিহাস জানার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করা। এসডিজি লক্ষ্য- ৪.৭	১. গঠনমূলক এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নকে পরিপূর্ণ ডিজিটাইজেশন এবং স্বয়ংক্রিয় রিপোর্টিং ব্যবস্থা। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একক লার্নিং কার্ভ এবং ফিডব্যাক নিশ্চিতকরা; ২. অনলাইন মনিটরিং ও কাউন্সিলিং জোরদারকরণ নিশ্চিত করা; এবং	১.১ ৮ টি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব এবং ৪টি মাল্টিপারপাস সেমিনার কক্ষ উন্নয়নের মাধ্যমে আইওটি, ডাটা এনালিটিক্স, ব্লকচেইনসহ নতুন প্রযুক্তি-বিষয়ক ১০টি নতুন কোর্সের কারিকুলাম উন্নয়ন এবং নতুন উচ্চতর প্রযুক্তিতে দক্ষ ৮০০ পেশাজীবি তৈরি;	১.১.১ উচ্চতর প্রযুক্তির প্রশিক্ষিত পেশাজীবি	-	-	-	৪০০ জন	৪০০ জন	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.১৮.২ শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে। ভাষা জ্ঞান ও গণিত জ্ঞানের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ভাষা ও গণিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এসডিজি লক্ষ্য- ৪.১	১. বাংলা ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম মুক্তপাঠের মাধ্যমে শতভাগ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা	১.১ মুক্তপাঠে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কন্টেন্ট প্রস্তুত করা	১.১.১ কন্টেন্ট প্রস্তুতকৃত (ক্রমপুঞ্জীভূত)	১৫০ টি	২০০ টি	২৫০ টি	৩০০ টি	৫০০ টি	এটুআই
৩.২১ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এসডিজি লক্ষ্য- ১৭.৮, ৯.গ	১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগ ডাটা, ব্লক চেইন, আইওটি বিষয়ে গবেষণা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন ২. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগ ডাটা, ব্লক চেইন, আইওটি বিষয়ে অর্থ সহায়তা, প্রণোদনা ও গবেষণা	১.১ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে আইসিটি সংশিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প/কাজে উদ্ভাবনী অনুদান প্রদান ২.১ আইসিটি ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর লক্ষ্যে মাস্টার্স, এমফিল, ডক্টরাল, পোস্টডক্টরাল পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ফেলোশিপ প্রদান;	১.১.১ অনুদান প্রাপ্ত উদ্ভাবন প্রকল্প ২.১.১ প্রদানকৃত ফেলোশিপ	৮৫টি ৫০	৯০টি ৬০	৯৫টি ৭০	১০০টি ৮০	১১০টি ৯০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.২১ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১. পেশাদার আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ	১.১ প্রশিক্ষণ প্রদান	১.১.১ প্রশিক্ষিত জনবল	১০০০০ জন	৩০০০০ জন	২০০০০ জন	২০০০০ জন	২০০০০ জন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
এসডিজি লক্ষ্য- ১৭.৮	২. ডিজিটাল ক্যারাভেন বাসের মাধ্যমে আইটি/আই-টিএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২.১ আইটি/আইটিএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	২.১.১ প্রশিক্ষিত জনবল	৫৫০০ জন	৮০০০ জন	১০০০০ জন	১০০০০ জন	১০০০০ জন	
	৩. সেবা সহজিকরণে অ্যাপস এবং বিভিন্ন ধরনের গেমস তৈরি	৩.১ অ্যাপস এবং বিভিন্ন ধরনের গেমস তৈরি	৩.১.১ তৈরিকৃত অ্যাপস ও গেমস	অ্যাপস-১০টি গেমস-১০টি	অ্যাপস-১৫টি গেমস-২৫টি	অ্যাপস-১০টি গেমস-১০টি	অ্যাপস-১০টি গেমস-১০টি	অ্যাপস-১০টি গেমস-১০টি	
	৪. অ্যাপস এবং গেমস টেস্টিং ল্যাব স্থাপন	৪.১ অ্যাপস এবং গেমস টেস্টিং ল্যাব স্থাপন	৪.১.১ স্থাপিত টেস্টিং ল্যাব	৫টি	৫টি	১০টি	১০টি	১০টি	

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
	৫. এ্যাডভান্সড হ্যান্ডসঅন ওয়ান টু ওয়ান প্রশিক্ষণ প্রদান	৫.১ ১৬১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী হতে নির্বাচিত ৬২৪ জন প্রশিক্ষণার্থী কে এ্যাডভান্সড হ্যান্ডসঅন ওয়ান টু ওয়ান প্রশিক্ষণ প্রদান	৫.১.১ প্রশিক্ষিত জনবল	২০০ জন	১০০ জন	১০০ জন	১০০ জন	১০০ জন	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
৩.২১.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ এসডিজি লক্ষ্য- ৮.১, ৮.২, ৮.৬, ৯.খ, ৯.গ, ১৭.৮	১. প্রান্তিক পর্যায়ে উচ্চগতি ও কম মূল্যের ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান	১.১ প্রান্তিক পর্যায়ে উচ্চগতি ও কম মূল্যের ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান	১.১.১ স্থাপিত কানেকটিভিটির সংখ্যা	-	-	-	ক) ১,১৫,০০০ টি	-	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
			২.১.২ স্থাপিত POI স্থাপনের সংখ্যা	-	-	-	খ) ২২টি	-	

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
	২. Business Process Outsourcing (BPO)/ Knowledge Process Outsourcing (KPO)/ Business Process Management (BPM)-কে ত্বরান্বিত করা।	২.১ আইসিটি ইকো-সিস্টেমে সরাসরি সম্পৃক্তকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	২.১.১ অয়োজিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ডিজিটাল মেলা/সামিট	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	০১টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
			২.১.২ সেমিনারের সংখ্যা;	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	১০টি	
			২.১.৩ কর্মসংস্থানের সংখ্যা	১০০ জন	২০০ জন	৫০০ জন	-	-	
			২.১.৪ Software রপ্তানীর ক্ষেত্রে World Ranking	-	-	-	-	বিদেশে Software রপ্তানির ক্ষেত্রে World Ranking এ ১০ নম্বরে পৌঁছানো।	

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
	৩. বিভিন্ন নতুন নতুন ICT বিষয়ে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন।	৩.১ আইসিটি-এর বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত পলিসি প্রণয়ন।	৩.১.১ প্রনীত পলিসি ও প্রশিক্ষিত জনবল	Frontier technology এর বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ।	১০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।	ক) ২০০০ জনকে প্রশিক্ষণ খ) পলিসি প্রণয়ন।	ক) ৩০০০ জনকে প্রশিক্ষণ খ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও সমন্বয় সাধন।	ক) ৫০০০ জনকে প্রশিক্ষণ খ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও সমন্বয় সাধন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
৩.২১.১ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগ ডাটা, ব্লকচেইন, আইওটি-সহ ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো হবে। এসডিজি লক্ষ্য- ১৬.ক, ১৬.১০, ১৭.৮	১. অবকাঠামো ও কারিগরি উন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।	১.১ ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেটসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণকরণ।	১.১.১ স্থাপিত কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাধার (Repository) (০১টি)	১০%	২০%	৩০%	৭০%	১০০%	সিসিএ কার্যালয়
		১.২ সর্বাধুনিক ও সবচেয়ে নিরাপদ PKI System চালুকরণ ও সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার।	১.২.১ নিরাপদ PKI System চালুকৃত	৫%	১০%	৩০%	৭০%	১০০%	

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
		১.৩ বাংলাদেশের নিজস্ব নিরাপদ সার্চ ইঞ্জিন ও ব্রাউজার তৈরি।	১.৩.১ সার্চ ইঞ্জিন ও ব্রাউজার চালুকৃত	১০%	৩০%	৫০%	৭০%	১০০%	সিসিএ কার্যালয়
		১.৪ ই-সেবাসমূহে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থা সংযুক্তকরণ।	১.৪.১ সিস্টেম চালুকৃত	৫%	১০%	৩০%	৮০%	১০০%	
		১.৫ সিএ মনিটরিং সিস্টেম অবকাঠামো স্থাপন-এর মাধ্যমে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার।	১.৫.১ অবকাঠামো স্থাপিত ও সিস্টেম চালুকৃত	২০%	১০০%	সিএ মনিটরিং করা ও সাইবার আক্রমণ প্রতিহত করা।	সিএ মনিটরিং করা ও সাইবার আক্রমণ প্রতিহত করা।	সিএ মনিটরিং করা ও সাইবার আক্রমণ প্রতিহত করা।	

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
		১.৬ সিসিএ-এর নিজস্ব নিরাপদ অবকাঠামো স্থাপন (প্রধান কার্যালয় ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ)	১.৬.১ সিসিএ-এর প্রধান কার্যালয় ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মিত	১০%	২০%	৩০%	৬০%	১০০%	সিসিএ কার্যালয়
		১.৭ ৮টি বিভাগে সিসিএ-এর বিভাগীয় কার্যালয় ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রদান ও সেবা প্রদান সহজতর করা।	১.৭.১ ৮টি বিভাগে সিসিএ-এর বিভাগীয় কার্যালয় ভবন ও আবাসিক ভবন নির্মিত	১০%	২০%	৩০%	৭০%	১০০%	
		১.৮ সিসিএ-এর নিজস্ব আধুনিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন ।	১.৮.১ স্থাপিত ফরেনসিক ল্যাব (০১টি)	১০%	২০%	৩০%	৬০%	১০০%	

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.২১.২ শিক্ষাকে পর্যাক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ এসডিজি লক্ষ্য- ১৭.৮, ৯.গ	১. শিক্ষা ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধি	১.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।	১.১.১ স্থাপিত ডিজিটাল ল্যাব সংখ্যা	-	ক) ২০০০টি খ) মনিটরিং ড্যাশবোর্ড তৈরি ও বাস্তবায়ন।	ক) ৩০০০টি	- -	- -	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
			১.১.২ স্থাপিত School for Future এর সংখ্যা	-	-	-	১০০ টি	২০০ টি	
			১.১.৩ ৯টি ভাষায় প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী সংখ্যা	-	১০,০০০ জন তরুণ-তরুণী	(i) ১০,০০০ জন তরুণ-তরুণী (ii) ৫,০০০ জন শিক্ষক	৫০০০ জন শিক্ষক	১০,০০০ জন শিক্ষক	

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
		১.২ পাঠ্য বইয়ের Digital রূপান্তর	১.২.১ পাঠ্য বইয়ের Digital রূপান্তরের সংখ্যা	-	২০টি	৩০টি	৮০টি	১০০টি	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
৩.২১.৩ তথ্য প্রযুক্তি সফটওয়ার, সেবা ও ডিজিটাল যন্ত্রের রপ্তানী বৃদ্ধি এসডিজি লক্ষ্য- ৯.খ, ১৭.৮	১. ডিজিটাল কনটেন্ট শিল্প স্থাপন	১.১ ডিজিটাল কনটেন্ট (VFX, 3D Content Development) সেবা শিল্পকে সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত এবং প্রশিক্ষণের সুবিধা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ।	১.১.১ বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ এবং এক্সিলেন্স সেন্টার স্থাপন।	-	ক) ০১টি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ এবং এক্সিলেন্স সেন্টার স্থাপন খ) আন্তর্জাতিক Digital Content মেলা আয়োজন। ৫,০০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ	-	-	পূর্ণরূপে ডিজিটাল Content প্রতিষ্ঠান চালু।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
			১.১.২ প্রশিক্ষিত শিক্ষক	-	-	৭,৫০০ জন	৭,৫০০ জন	-	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
			১.১.২ আন্তর্জাতিক মানের content এর সংখ্যা	-	-	খ) ২০০ টি content তৈরি।	খ) ৩০০ টি content তৈরি।	-	
৩.২১.১ ২০২১-২৩ সালের মধ্যে ফাইভ-জি চালু করা হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগ ডাটা, ব্লক চেইন, আইওটি-সহ ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো হবে।	১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগ ডাটা, ব্লক চেইন, আইওটি বিষয়ে গবেষণা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন	১.১ আই-ল্যাব এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগ ডাটা, ব্লক চেইন, আইওটি বিষয়ে গবেষণা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা	১.১.১ প্রোটো টাইপ প্রস্তুতকৃত (ক্রমপুঞ্জীভূত)	২০টি	৫০টি	১০০টি	১৫০টি	২০০টি	এটুআই
			১.১.২ জাতীয়করণকৃত (ক্রমপুঞ্জীভূত)	২টি	৫টি	১০টি	১৫টি	২০টি	এটুআই

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.২১.৩ শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এসডিজি লক্ষ্য- ৪.ক, ৯.গ	১. শিক্ষক বাতায়ন, কিশোর কানেক্ট এর মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্রদের শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ	১.১ শিক্ষক বাতায়নের মাধ্যমে অনলাইন কনটেন্ট তৈরিতে শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ করা	১.১.১ প্রস্তুতকৃত কনটেন্ট এর সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	১,০০০টি	২০,০০০টি	৫০,০০০টি	৮০,০০০টি	১,১০,০০০টি	এটুআই
	২. সকল ধরনের শিক্ষাকে বিবেচনায় রেখে অনলাইন শিক্ষার কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণ	১.২ কিশোর বাতায়নের মাধ্যমে ছাত্রদের শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ	১.১.১ প্রস্তুতকৃত কনটেন্ট এর সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৩০,০০০টি	৫০,০০০টি	৮০,০০০টি	১,০০,০০০টি	১,২০,০০০টি	এটুআই
৩.২১.৪ আর্থিক খাতের লেনদেনকে ডিজিটাল করা হবে। এসডিজি লক্ষ্য- ৯.গ, ১৭.৮	১. একপে, একশপ, ডিজিটাল ওয়ালেট, পরিচয় প্রভৃতি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনকে সম্প্রসারিত এবং সুসংহতকরা;	১.১ একশপ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনকে দেশে-বিদেশে সম্প্রসারিত এবং সুসংহত করা	১.১.১ সেবা পয়েন্ট স্থাপিত (দেশে এবং বিদেশে) (ক্রমপুঞ্জীভূত)	১১,০০০টি	২০,০০০টি	৩৫,০০০টি	৪৫,০০০টি	৬০,০০০টি	এটুআই

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
			১.১.২ সংযুক্ত দেশের সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৫ টি	১০ টি	২০ টি	৩৫ টি	৪৫ টি	এটুআই
		১.২ সকল ধরনের পেমেন্ট সেবাগুলোকে এক-পে প্ল্যাটফর্মের আওতায় নিয়ে আসা	১.২.১ অন্তর্ভুক্ত সেবার সংখ্যা (ক্রমপুঞ্জীভূত)	১০০ টি	৩০০ টি	৫০০ টি	৬০০ টি	৮০০ টি	
৩.২৫.১ প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক) শিশুদের সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা, মর্যাদা ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগ, চিকিৎসা সহজ করা এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এসডিজি লক্ষ্য - ১.৩, ৪.৫, ৮.৫	১ .প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ উপযোগী কন্টেন্ট প্রস্তুত করা	১.১ কণ্ঠ এবং ইশারা ভাষায় নির্দেশনাসহ আইসিটি প্রশিক্ষণ-এর জন্য ৩৫০টি বিশেষায়িত অডিও এবং ভিডিও টিউটরিয়াল তৈরি।	১.১.১ প্রস্তুতকৃত কন্টেন্ট	১৫০টি	২০০টি	-	-	-	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
	২. আইসিটি সেক্টরে চাকুরি বা উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	২.১ বিসিসির ০৭টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ২৮০০ প্রতিবন্ধিদের বিশেষায়িত আইসিটি প্রশিক্ষণ	২.১.১ প্রশিক্ষণার্থী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	১০০০ জন	১০০০ জন	৮০০ জন	-	-	

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
		১.৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য Accessible Digital Space for Persons with Disabilities প্রকল্পের মাধ্যমে তথ্যজগত ও অন্যন্যা ক্ষেত্রসমূহ অভিগম্য করে তোলার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন।	১.৩.১ প্রশিক্ষিত মাস্টার ট্রেইনার;	ক) প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ ও অনুমোদন।	ক) ১০%	ক) ২০%	ক) ৩০%	ক) ৪০%	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
			১.৩.২ ১০টি উন্নয়নকৃত সহায়ক প্রযুক্তি;		খ) ১০%	খ) ২০%	খ) ৩০%	খ) ৪০%	
			১.৩.৩ ১০০টি সরকারি ওয়েবসাইট Accessible কৃত ১০টি তৈরিকৃত accessible space;		গ) ১০%	গ) ২০%	গ) ৩০%	গ) ৪০%	

একাদশ জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা

নির্বাচনী ইশতেহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এসডিজি-র লক্ষ্য	কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম	সূচক	বাস্তবায়নকাল					বাস্তবায়নকারী
				২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	
৩.২৬.১ স্বাধীনতার স্বপ্ন ও মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাদের অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, বিশেষত দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি, বার্ধক্যকালীন ভরণ-পোষণ ও বিনামূল্যে চিকিৎসাসহ গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। এসডিজি লক্ষ্য- ৮.১০	১. দেশের সকল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সব ধরণের ভাতা, অনুদান ও অন্যান্য সুবিধা অনলাইনে প্রদান করার প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করা যেখানে ভাতা প্রাপ্তি বিষয়ক সকল নির্দেশনা থাকবে এবং সকল মুক্তিযোদ্ধের নিকট নোটিফিকেশন যাবে। একটি রাষ্ট্রীয় তহবিলে ভাতার সকল টাকা জমা হবে এবং তা উক্ত সিস্টেমের সঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড থাকবে যেন যেকোনো অনুদান সহজে মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পৌঁছে যায়।	১.১ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্ত ভাতা ডিজিটাল পেমেন্ট সার্ভিস এর আওতায় নিয়ে আসা	১.১.১ ডিজিটাল পেমেন্ট এর আওতায় সুবিধাভোগী (%) (ক্রমপুঞ্জীভূত)	৪৫০০ জন	১,০০,০০০ জন	১০০%			এটুআই

“আমরা হব জয়ী, আমরা দুর্বার
ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে
আইসিটি হবে হাতিয়ার।”

- জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

রূপকল্প (Vision)

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরাপদ, গ্রহণযোগ্য ও সার্বজনীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

অভিলক্ষ্য (Mission)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন, গবেষণা, সফল প্রয়োগ এবং গ্রহণযোগ্য ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা প্রসারের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির সার্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা।

কার্যাবলি

- তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ও বিধি প্রণয়ন এবং যুগোপযোগীকরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-সংক্রান্ত প্রায়োগিক কর্মকান্ড-সমূহের সহায়তা প্রদান;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের সুপারিশসহ বাস্তবায়ন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন সেক্টরে গবেষণা, উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ, বেসরকারি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-বিষয়ক সংস্থা/সমিতিসমূহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক জরিপ, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সার্বিক সহায়তা ও অনুদান প্রদান এবং অর্থ সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-সম্পর্কিত বিভিন্ন দেশের এবং আন্তর্জাতিক ও বিশ্ব সংস্থাসমূহের উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ততা **(Integrit)** বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চুক্তি ও সহযোগিতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার ই-গভর্নেন্স, ই-ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ই-স্বাস্থ্য, ই-বাণিজ্য ইত্যাদি সেবামূলক কার্যক্রমের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সহযোগিতা প্রদান ও সমন্বয়করণ;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবাসমূহের বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে এর সহজলভ্যতা জনগণের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও নির্দেশাবলি প্রণয়ন, দক্ষ জনবল সৃষ্টি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ;
- সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, হাই-টেক পার্ক ও আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপনসহ সকল অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে আইসিটি খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, স্থানীয় কোম্পানিসমূহকে প্রতিযোগিতামূলক করা এবং কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক রেকর্ডের আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা বিধান, প্রাপক ও প্রেরকের পরিচয় এবং সকল উপাত্ত-ভান্ডারের সংরক্ষণের নিশ্চিতকরণ ও বাস্তবায়ন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

রূপকল্প (Vision)

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার।

অভিলক্ষ্য (Mission)

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ গঠন, শোভন কাজ সৃজন এবং ই-সার্ভিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

কার্যাবলি

- সরকারি দপ্তরে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- সরকারের সকল পর্যায়ে আইসিটি'র ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ও সমন্বয় সাধন;
- মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকল দপ্তরে আইসিটি'র উপযুক্ত অবকাঠামো সৃষ্টিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাপোর্ট প্রদান;
- সকল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির কারিগরি ও বিশেষায়িত জ্ঞান হস্তান্তর;
- তথ্যপ্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট জনবলের সমতা উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;
- আইসিটি-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার, কানেক্টিভিটি, স্ট্যান্ডার্ড ও ইন্টার-অপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণ;
- সকল পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি আত্মীকরণে গবেষণা, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান;
- আইসিটি শিক্ষা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তাকরণ;
- তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ শনাক্তকরণের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যবসা উন্নয়নে সহায়তাকরণ;
- আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- মাঠ পর্যায়ে বিশেষত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তাকরণ;
- মাঠ পর্যায়ে সকল সরকারি দপ্তরে ওয়েবপোর্টাল ও নেটওয়ার্ক সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে কারিগরি সহায়তা প্রদান; এবং
- জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে ইতোমধ্যে স্থাপিত ডিজিটাল সেন্টারসমূহে যথাযথ তথ্য সরবরাহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ, ওয়েবপোর্টাল চালু রাখতে সহায়তাকরণ।

Bangladesh Computer Council

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

রূপকল্প (Vision)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান।

অভিলক্ষ্য (Mission)

স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা এবং দক্ষতার সাথে সরকারি সেবা উন্নয়ন ও প্রদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের ডিজিটাইজেশন এবং আইটি শিল্পের রপ্তানি ও কর্মসংস্থানে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

কার্যাবলি

- দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহ দান করা;
- জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে কম্পিউটার ব্যবহারিক কাঠামোর উন্নয়ন করা এবং কম্পিউটার-সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নীত করা;
- তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশী নাগরিকগণকে উপযোগী করে গড়ে তোলা;
- কম্পিউটার সম্পর্কিত মানব-সম্পদ ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে তা বিশ্ববাজারে রপ্তানি করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা।
- কম্পিউটার এবং তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা ও তা বাস্তবায়ন করা;
- কম্পিউটার এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং এ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করা;
- সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা;
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা-সংক্রান্ত পরামর্শ দান করা;
- কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পাঠাগার ও পরীক্ষাগার (ল্যাবরেটরি) নির্মাণ করা এবং তাতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ এবং সংরক্ষণ করা;
- তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, পর্যালোচনা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

রূপকল্প (Vision):

বাংলাদেশে 'আইটি/হাই-টেক শিল্পের বিকাশ'।

অভিলক্ষ্য (Mission):

তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশে আন্তর্জাতিক মানের হাই-টেক পার্ক এবং আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে আইটি/ আইটিইএস ব্যবসায়ের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।

কার্যাবলি:

- বাংলাদেশে হাই-টেক পার্ক নির্মাণে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন;
- হাই-টেক শিল্প স্থাপন ও বিকাশের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকার কর্তৃক অথবা বেসরকারি উদ্যোগে পার্ক স্থাপন;
- পার্কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- হাই-টেক পার্কে বিশ্ব মানের বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;
- বিদেশি বিনিয়োগকারীদের হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ;
- দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন।

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (সিসিএ)

রূপকল্প (Vision)

নিরাপদ তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্য আদান প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার অপরাধ দূরীকরণে জাতীয় ও আঞ্চলিক যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা ।

কার্যাবলি

- সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) এর নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলি।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) এবং তথ্য প্রযুক্তি (সিএ) বিধিমালা, ২০১০ অনুসারে সিএ লাইসেন্স ইস্যু, বাতিল এবং স্থগিতকরণ।
- **Public Key Infrastructure (PKI)** কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- PKI এর জন্যে বিধি বিধান, অনুসৃতব্য কর্মপন্থা **(Guide line)** প্রণয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণ।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) অনুসারে সাইবার অপরাধ তদন্ত পূর্বক সাইবার ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন।
- আইটি অডিটের জন্য অডিট ফার্ম নির্ধারণ।
- তথ্য প্রযুক্তি (সিএ) বিধিমালা, ২০১০ অনুসারে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট-এর মূল্য নির্ধারণ ।

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

রূপকল্প (Vision)

জনবান্ধব নিরাপদ ডিজিটাল প্রযুক্তি

অভিলক্ষ্য (Mission)

ডিজিটাল নিরাপত্তার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দক্ষ জনবল বৃদ্ধি, মানদন্ড নির্ধারণ, আন্ত:প্রাতিষ্ঠানিক নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল হুমকি প্রতিরোধ এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবাকে উৎপাদনশীল খাত হিসেবে বিকশিত হতে সহায়তা প্রদান।

কার্যাবলি:

- দেশে ডিজিটাল ডিভাইস ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ দমন-সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং যেকোনো তথ্য প্রযুক্তি-সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় সংকট মোকাবিলার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;
- গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটাপন্ন তথ্য পরিকাঠামো **(CII)**-এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তা পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;
- তথ্য-প্রযুক্তি-ভিত্তিক হুমকি মোকাবেলা এবং এ সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার **CERT, Forensic Lab** গঠনের নির্দেশনা ও অনুমোদন প্রদান করা এবং কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা এবং ডিজিটাল সিকিউরিটির প্রতি হুমকির উৎস অভ্যন্তরীণ নাকি আন্তর্জাতিক তা পর্যবেক্ষণ করা এবং সংশ্লিষ্টদের এই বিষয়ে অবহিত করা;

- জাতীয় নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, বহি:সম্পর্ক, জনস্বাস্থ্য, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা অথবা প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য সেবার প্রতি ডিজিটাল সিকিউরিটির হুমকির বিষয়ে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো চিহ্নিতকরণ এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি/মালিককে এর নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা;
- ডিজিটাল সিকিউরিটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর মালিক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং তা প্রতিপালনের জন্য নির্দিষ্ট মানদন্ড প্রস্তুত করা;
- ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;
- ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত ঘটনার বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলের CERT-কে সহায়তা প্রদান করা;
- ডিজিটাল সিকিউরিটি সার্ভিস প্রদানকারীদের লাইসেন্স প্রদান এবং সিকিউরিটি সার্ভিসের মানদণ্ড নির্ধারণ করা এবং দেশে ডিজিটাল সিকিউরিটি সার্ভিস শিল্পের প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত সার্ভিস, পণ্য এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবহৃত কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মান নির্ধারণ করা। এছাড়াও ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের পেশাগত উৎকর্ষতা বজায় রাখা এবং উন্নতি ও অগ্রগতিতে সহায়তা প্রদান করা;
- ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত প্রযুক্তি, গবেষণা ও সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিদেশি সরকারের সাথে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন, তথ্য আদান-প্রদান ও সহযোগিতা করা;
- কম্পিউটার ও কম্পিউটার সিস্টেমের নিরাপত্তা তদারকি ও এ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভা আয়োজন ও সাচিবিক সহযোগিতা করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করা;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর বাস্তবায়ন তদারকি এবং এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করা।

একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম

রূপকল্প (Vision)

নাগরিক-কেন্দ্রিক উদ্ভাবন সংস্কৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে দ্রুততরকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সরকারি সেবায় উদ্ভাবনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং জবাবদিহি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল আর্থিক সেবা তৈরি এবং কার্যকরভাবে সেবা প্রদানে সহায়তাকরণ, এবং সরকারি সেবা প্রক্রিয়ার সার্বিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্তকরণ।

কার্যাবলি:

- শহর ও গ্রামের বৈষম্য ক্রমান্বয়ে দূর করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি গ্রামে নাগরিক-সেবা সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান;
- সরকারের সকল গুরুত্বপূর্ণ সেবার ডিজিটাল রূপান্তর ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়তা প্রদান;
- সমন্বিত সেবা কাঠামোর আওতায় ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়ন;
- নাগরিকের হাতের মুঠোয় সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;
- আর্থিক সেবা সহজীকরণ এবং পেমেন্ট ডিজিটাইজেশনে সহায়তা প্রদান;
- সরকারের সকল পর্যায়ে উদ্ভাবন চর্চার প্রসার;
- উদ্ভাবনের বাণিজ্যিকীকরণে সহায়তা প্রদান;
- ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তরুণদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

স্থিরচিত্র

২০১২ সাল থেকে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড শীর্ষক একটি মেলার আয়োজন করা হচ্ছে এবং ২০১৭ সালের ৬-৯ ডিসেম্বর সর্বশেষ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ মেলা আয়োজন করা হয়।

২০১৫ সালের ৩০ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ আইসিটি ডিভিশন-এর ওয়ান স্টুডেন্ট, ওয়ান ল্যাপটপ প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেন।

প্রতি বছরের মতো ২০১৭ সালেও আইসিটি অস্কারখ্যাত অ্যাপিকটা **(APICTA)** অ্যাওয়ার্ড ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ৪৭ টি প্রকল্প অংশগ্রহণ করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ-এর আইসিটি টাওয়ারে আগমনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি এবং সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম ফুলের শুভেচ্ছা জানান।

তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ২০১৭ সালের ১৯ অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) ফ্রিল্যান্সার কনফারেন্স আয়োজন করা হয়।

দেশের শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে প্রোগ্রামিং চর্চার বিকাশে আইসিটি বিভাগ প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আয়োজন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ ২০১৮ সালে সরকারি তথ্য ও সেবার জন্য জাতীয় কলসেন্টার ৩৩৩ উদ্বোধন করেন।

দি ওপেন গ্রুপ ইন্ডিয়া কনফারেন্স ২০১৭-এ আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এটুআই ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্ক এর জন্য 'প্রেসিডেন্ট এ্যাওয়ার্ড' এবং অফিস ইনফরমেশন এ্যান্ড সার্ভিস ফ্রেমওয়ার্ক ও ল্যান্ড ইনফরমেশন এ্যান্ড সার্ভিস ফ্রেমওয়ার্ক এর জন্য 'এ্যাওয়ার্ড অব ডিসটিংশন' পুরস্কার লাভ করেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এলআইসিটি প্রকল্প দেশের ৬৪ জেলার নির্বাচিত সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের আইটি প্রশিক্ষণে আগ্রহ তৈরি করতে আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্পের আয়োজন করে।

২০২১ সালের মধ্যে Business Process Outsourcing (BPO) খাতে ১ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে BPO-কে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসা, দেশীয় বিপিও শিল্পের সাফল্য, সক্ষমতা ও সরকারের নানামুখী উদ্যোগ উপস্থাপন করতে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে BPO Summit Bangladesh আয়োজন করা হয়।

বি-জেআইসিটি সার্টিফিকেট অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান, ২০১৯

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় বেসিস সফট এক্সপো, ২০১৯

ডিজিটাল বিশ্বের পথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ 'আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করেন।

"ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) পুরস্কার-এ প্রাপ্ত ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এটুআই-এর বিভিন্ন প্রজেক্ট টানা ৬ বছর তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার "ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) পুরস্কার" অর্জন করেছে।